www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

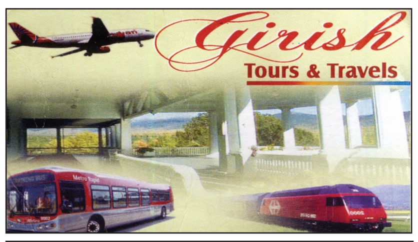

493/B/3G.T.Road, South Howrah, (033)2641 4514,9830086733/ 9433387953

সাপ্তাহিক
# আলিপুর বার্তা

গিরীশ ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস ৪৯৩/ বি /৩, জিটি রোড, দক্ষিণ হাওড়া
ফোন (০৩৩) ২৬৪১–৪৫১৪, ৯৮৩০০৮৬৭৩৩/ ৯৪৩৩৩৮৭৯৫৩

কলকাতাঃ৪৮ বর্ষ,৩৫ সংখ্যা, ৬ আষাঢ়–১২ আষাঢ় ,১৪২১ঃ ২১ জুন–২৭ জুন,২০১৪, Kolkata : 48 year : Vol No.: 48, Issue No.35, 21 June-27 June, 2014 ৮ পাতা মূল্য ৩ টাকা

## আতস কাঁচে

### নতুন সরকারের বাজেট নীতি

সব জল্পনার শেষে কেন্দ্রে এখন নতুন সরকার। দেশের জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে নতুন সরকারের জনমুখী বাজেটের আশায়। এটা বোঝা দুষ্কর নয় যে বিদায়ী ইউপিএ সরকারের আমলের সমস্যাগুলো সমাধান করা খুব সোজা হবে না। তবে আসন্ন বাজেটে নয়া অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি মূল্য বৃদ্ধি, আমদানি–রফতানি ও কোষাগারের ঘাটতি মেটাতে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের উপর জোর দেবেন বলে অভিমত। হয়ত ভারতের অর্থনীতি এক নতুন দিশা পেতে পারে

*বিস্তারিত দু'য়ের পাতায়*

### বর্ষায় বেহাল বেহালা

অনেক ঢাকঢোল পিটিয়ে সুন্দর হচ্ছে শহর কলকাতা। শহরতলীও নাকি পিছিয়ে নেই। কিন্তু বর্ষা এলেই মুশকিল, অতীতেও যা অবস্থা ছিল এখনও একই হাল। উল্টোদিকে নিকাশি খালগুলোর অবস্থা আগের থেকেও খারাপ। দক্ষিণ শহরতলীর বেহালায় কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয় করে ভূ–গর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা হয়েছে। বেহালার হাল কি ফিরবে

*বিস্তারিত তিনের পাতায়*

### ছাত্র রাজনীতির ক্ষমতা

একসময় বাংলার ছাত্রাছাত্রীরা পথ দেখিয়েছিল পরাধীন ভারতের যুব সমাজকে। স্বাধীনতা আন্দোলনের গৌরবের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে তাদের নাম। ৭০–এর দশকের বেদনার এবং ব্যর্থতার ইতিহাসও ভোলা সম্ভব নয়। আজকে সে সমস্ত ইতিহাসের উত্তরসূরী পড়ুয়ারা কি করছেন? সাধারণ রাজনৈতিক ইস্যুও এখন ছাত্র রাজনীতির বিষয়। এই রাজনীতি কি আদৌ পড়ুয়া তথা দেশের কোনও উপকারে আসছে

*বিস্তারিত চারের পাতায়*

### দেবভূমি ভ্রমণ

উত্তরাখণ্ডে গাড়োয়াল হিমালয়ে রয়েছে হিন্দুদের পুণ্যতীর্থ চারধাম। গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ এবং বদ্রীনাথ। এই চার ধাম শুধু হিন্দু পুণ্যর্থীদের নয়, মন কেড়ে নেয় সমস্ত ভ্রমণ পিপাসু, প্রকৃতিপ্রেমী মানুষদের। আবার এখানেই শেষ নয়, বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী জড়িয়ে আছে এ–সব এলাকার সঙ্গে। অজস্র কিংবদন্তী ঘেরা এই চার ধাম ভ্রমণের কথা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হচ্ছিল।

*এইবার তার শেষ কিস্তি ছয়ের পাতায়।*

### মৎস্যজীবীদের উদ্বেগ কমল

মৎস্যজীবীদের একাধিক সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হল কৃষি মন্ত্রক। উদ্বেগ কমানোর জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করার অনুরোধ মৎস্যজীবীদের

*বিস্তারিত সাতের পাতায়*

### মন খারাপের বিশ্বকাপ

চোট আঘাতে জেরবার বিশ্বকাপের অন্যতম শক্তিশালী দল পর্তুগাল। শুধু তাই নয় শাস্তির মুখে তাদের ডিফেন্ডার পেপে। কি হবে আগামী দিনে?

*বিস্তারিত আটের পাতায়*

### রাজনীতির কড়চা

সিন্ডিকেট থেকে নওয়াজ শরিফ। রয়েছে আম–আদমি ক্ষোভ থেকে উদ্ধবের উত্তরণ। রংবেরংয়ের রাজনীতির খবর দেখুন পাঁচের পাতায়। এইসঙ্গে আছে অন্য খবরের ডালি।

## ইগনু: প্রশ্নের মুখে দূরশিক্ষা

# টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন সমাধানের হাতছানি প্রকাশ্যে

**আজাদ বাউল**

ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইগনু) সুনামে কালি ছিটিয়ে চলছে এক শ্রেণীর কর্মচারি ও সংশ্লিষ্ট কিছু শিক্ষকের অনৈতিক কাজকর্ম। প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী দূরশিক্ষার নানা কোর্সে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। কোর্স ফি বাবদ ছাত্রছাত্রীদের মোটা অংকের টাকা দিতে হয়। তাঁদের হাতে কোর্স মেটেরিয়াল–এর বইপত্র পৌঁছাতে লেগে যায় বেশ কয়েকমাস। এই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি ইগনু সেন্টারের ছাত্রছাত্রীদের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা কেন্দ্র তরফে জানানো হয় দিল্লি থেকে বই পাঠানোর বিলম্বের কারণে তারা ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই দিতে পারেন না সঠিক সময়ে। এবছর উল্টোডাঙার ইগনু গোডাউন থেকে ছাত্রছাত্রীদের বই বিতরণ করা হয়।

অনেক ছাত্র কোর্স মেটেরিয়ালগুলির ছেঁড়াফাঁটা ও অনেক পৃষ্ঠা উধাও হওয়া বইপত্র পাবার অভিযোগ তুলেছেন। ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই জীবিকার তাগিদে পার্টটাইম কিংবা ফুলটাইম চাকরি করে থাকেন। বিএ, বিকম, বিএসসি প্রভৃতি কোর্সগুলির নানা অ্যাসাইনমেন্ট 'সমাধান' করে দেওয়ার নাম করে ছাত্রছাত্রীদের মোবাইল ফোনে বিভিন্ন এসএমএস বার্তা আসছে। অনেক টাকার বিনিময়ে 'সলভ' করে দেওয়ার মোবাইল মেসেজ শুধু নয়, ইন্টারনেটেও ইগনুর অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি একাধিক সংস্থা প্রকাশ্যেই জানাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত মোবাইলে যে বা যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাসাইমেন্ট সলভ করে দেওয়ার বার্তা পাঠাচ্ছেন তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের ফোন নম্বর কীভাবে পাচ্ছেন এই প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে কলকাতা ও আশেপাশের ইগনুশাখাকেন্দ্রগুলি কোনও কথা বলতে রাজি হয়নি।

**যা নিয়ে সংশয়**

- বই মিলছে না ঠিক সময়
- দেওয়া হচ্ছে ছেঁড়াফাটা বই
- প্রশ্ন সমাধান করে দেওয়ার জন্য এসএমএস আসছে
- কীভাবে ছাত্রছাত্রীদের ফোন নম্বর পাচ্ছে প্রশ্নচক্র
- ইন্টারনেটেও লোভ দেখানো হচ্ছে প্রশ্ন সমাধানের
- ইগনু কর্তারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন

ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কোনও লিখিত অভিযোগ কিংবা নাম প্রকাশে আপত্তি জানিয়েছেন। ইগনু তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

লিখিত অভিযোগ জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যক্তির খপ্পরে 'সলভ' করা অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দূর শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে বলে মনে করেন শিক্ষাবিদদের একাংশ। প্রকাশ্য ওয়েবসাইটে ইগনুর অ্যাসাইনমেন্ট অর্থের বিনিময়ে করে দেওয়ার বিজ্ঞাপন থাকা সত্ত্বেও ইগনু কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যাখ্যা দেন না কেন কিংবা ছাত্রছাত্রীদের মোবাইলে দ্রুত অ্যাসাইনমেন্ট সমাধান করে দেওয়ার মেসেজ পাঠিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাদের স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছে এ প্রশ্ন উঠেছে।

এমনকী বহু ক্ষেত্রে কলকাতার ইগনু কেন্দ্রের অ্যাসাইনমেন্ট শিক্ষকদের দেওয়া প্রশ্নপত্র না ছেপে দুর্বোধ্য হাতের লেখার ফটোকপি ছাত্রদের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের বাধ্য করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট সলভ করার ব্যাপারে। ইন্দিরা গান্ধীর নামাঙ্কিত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদাসীনতা ও নীরবতার মধ্যে কোনও বড় আর্থিক কেলেঙ্কারী সম্ভাবনা রয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে।

## ধৃত সিপিএম নেতাকে এজলাসে পেশ না করে বিতর্কে পুলিশ

**মেহবুব গাজি • ডায়মণ্ডহারবার**

খুনের ঘটনায় মঙ্গলবার ভোর রাতে গ্রেফতার হলেন সিপিএম রায়দিঘি জোনাল কমিটির সম্পাদক তথা জেলা কমিটির সদস্য বিমল ভাণ্ডারী। স্থানীয় কৌতলা গ্রামের বাড়ি থেকে পেশায় স্কুল শিক্ষক বিমলকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে এদিন সকালে ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম আদালত চত্বরের বাইরে বিক্ষোভ মিছিল করেন বাম নেতা–কর্মীরা। তাঁরা এই মিছিল থেকে রাজ্যে তৃণমূলের এফআইআর রাজের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন। ধৃত বিমল ভাণ্ডারীকে ডায়মন্ড হারবার এসিজেএম আদালতে পেশ করা নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এদিন বেলা দশটা নাগাদ মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় বিমল ভাণ্ডারীকে সেখান থেকে কোর্ট লকআপে তাঁকে রাখা হয়। পেশ করার কথা ছিল এসিজেএম আশিস গুপ্তার এজলাসে। কিন্তু এজলাসে পেশ না করেই ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। প্রশ্ন উঠেছে মামলার তদন্তকারী অফিসারের ভূমিকা নিয়েও। এজলাসে পেশ না করে এরকম গুরুত্বপূর্ণ একটি মামলার প্রথম শুনানি কি করে হয়ে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিযুক্তের আইনজীবী আব্দুল হাসিব মোল্লা। তাঁর অভিযোগ, তিনি নির্দেশের কথা জানতেই পারেননি। এসিজিএমের উচিত ছিল আদালতকক্ষে পেশ করা। তিনি বলেন, কি কারণে পুলিশ হেফাজত নেওয়া হল তাও অজানা।

*সিপিএম নেতা বিমল ভাণ্ডারীর গ্রেপ্তার নিয়ে বিক্ষোভ তুঙ্গে। ইনসেটে বিমল।*

প্রশাসনিক তৎপরতার সঙ্গে এসিজেএম যুক্ত হয়ে গেল, যা দুর্ভাগ্যজনক বলে তিনি মন্তব্য করেন। তবে সরকারি আইনজীবী তথা তৃণমূলের রাজ্য আইনজীবী সেলের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ চক্রবর্তীর জবাব, 'জেলা আদালতে এই ঘটনা হামেশাই ঘটছে। এটা কোনও আইন বিরুদ্ধ না।' এদিন দুপুরে আদালত থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার মুখে বিমল সংবাদমাধ্যমেকে বলেন, 'আমাকে বিচারকের এজলাসে না তুলে কোর্ট লকআপে রাখা হয়েছিল। মিথ্যা মামলায় ষড়যন্ত্র করে আমাকে ফাঁসানো হয়েছে।' এদিন আদালত চত্বরে পুলিশ ও র‌্যাফ মোতায়েন করা হয়েছিল। অভিযুক্ত বিমলকে সংবাদমাধ্যমের থেকে আড়াল করার চেষ্টা করে পুলিশ। বিক্ষোভকারী বাম নেতৃত্বকেও মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে আটকে দেয় পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ডায়মন্ড হারবারের প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক তথা জেলা কমিটির নেতা ঋষি হালদারের অভিযোগ, সারা রাজ্য জুড়ে বাম নেতা কর্মীদের ওপর মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে বিরোধী আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে চাইছে এই অগণতান্ত্রিক সরকার। রায়দিঘিতে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর লড়াইয়ে ৪ জনের খুনের ঘটনায় পরিকল্পিতভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কান্তি, বিমল–সহ বেশ কয়েকজন নেতা কর্মীকে। তিনি এর প্রতিবাদ জানান। বিচারকের এজলাসে ধৃতকে পেশ না করা নিয়ে মুখ খুলতে চাননি জেলার পুলিশ কর্তারা।

বিমলকে গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে বড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এরপর কে? প্রশাসন কি জল মেপে নিতে চাইছে? অন্যদিকে ৪ জনের খুনের ঘটনায় তৃণমূল কর্মী অজেদ খামারু প্রত্যক্ষ মদত থাকলেও এফআইআরে নাম না থাকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে নিহত ও জখমদের পরিবারের মধ্যে।

ধৃতকে আজ ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হবে। বিমলের গ্রেফতারের ঘটনায় স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সকাল থেকে রায়দিঘি থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন দলের কর্মী সমর্থকরা। ঘটনায় এদিন পর্যন্ত গ্রেফতার হল মোট ৫ জন। ঘটনার পরদিন গ্রেফতার হয় ৪ জন। আহত তৃণমূল কর্মী আয়ুব মোল্লা ২১ জনের বিরুদ্ধে ঘটনার দিন মধ্যরাতে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেই এফআইআরে প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি, বিমল ভাণ্ডারী, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ফারুক হোসেন মোল্লার নাম আছে।

*রায়দিঘীর আরও খবর তিনের পাতায়*

## বজবজে নিউ সেন্ট্রাল মিলে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে পথ অবরোধ

**কুনাল মালিক • আলিপুর**

দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ নিউ সেন্ট্রাল জুটমিলে শ্রমিক অসন্তোষকে কেন্দ্র করে গত মঙ্গলবার ব্যাপক গন্ডগোলের জেরে রাস্তা অবরোধ হয়। পুলিশ অবরোধকারীদের সরাতে গেলে ধস্তাধস্তি হয়। সেসময় সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়া চিত্র সাংবাদিকদেরও দুষ্কৃতীরা মারধোর করে ক্যামেরা কেড়ে নেয়। গত বুধবার বজবজ প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে বজবজ থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বজবজ প্রেস ক্লাবের সম্পাদক দীপক ঘোষ জানান, কয়েকজন দুস্কৃতী তিনজন বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাংবাদিককে মারধোর করে ক্যামেরা কেড়ে নেয়। বজবজ থানার আইসি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

ঘটনায় প্রকাশ, দীর্ঘদিন ধরে বজবজ নিউ সেন্ট্রাল জুটমিলের ৪৫০০ জন শ্রমিক হপ্তা মাহিনা পাচ্ছিলেন না। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ পুরনো মেশিন মিল থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে নতুন মেশিন বসাতে চাইছিল। শ্রমিকদের দাবি ছিল নতুন মেশিন আনলে তবেই পুরনো মেশিন বাইরে যাবে। আলিপুরের এসডিও দফতরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে শ্রমিকদের বকেয়া মাহিনা দেওয়ার বিষয় সিদ্ধান্ত হলেও, মালিক পক্ষ তা মেনে না

নেওয়ায় শ্রমিকদের ক্ষোভ বাড়ছিল। তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে গত মঙ্গলবার। আইএনটিইউসির নেতা সেখ সামাদ বলেন, শ্রমিকরা ইএসআই, প্রভিডেন্ট ফান্ড, অবসরের পরে এককালীন টাকা কিছুই পাচ্ছিল না। তাই দলমত নির্বিশেষে শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখায়। বর্তমানে মিলে কাঁচামাল না থাকায় মিলটিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

## পাটশিল্প: রাজনৈতিক চাপে সত্য আড়ালের চেষ্টা চলছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** একটা ক্ষয়িষ্ণু শিল্পকে কোরামিন দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দার লোভে বাঁচিয়ে রাখা। এই সত্যটা স্বীকার করতে বাধা কোথায়? বাধা আছে, সত্যি কথাটা বললে পাটকলের হাজার হাজার শ্রমিকের ভোট হারাবে শাসক দল। এই বিশ্বাস থেকে সব রাজনৈতিক দলই সমস্যাটাকে ধামা চাপা দিয়ে পাটকলগুলিকে ভয়ঙ্কর অবস্থায় নিয়ে এসেছে। আজ ভদ্রেশ্বরের নর্থ ব্রুক জুট মিলে সিইও হত্যা নিয়ে হৈ চৈ, প্রতিশ্রুতি নিছক লোক দেখানো ব্যাপার। এর আগেও অনেক জুট মিলে এ ঘটনা ঘটেছে, বহু মিল বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কাজের কাজ কিছু হয়নি।

না হবারই কথা। প্রযুক্তির গতি কেউ কখনও রোধ করতে পারে না। সেই গতির হাত ধরেই নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠে আবার কিছু শিল্প প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে রুগ্ন হতে হতে বন্ধ হয়ে যায়। কালের এই নিয়ম অবশ্যম্ভাবি, একে অস্বীকার করা চরম মূর্খতার পরিচয়। কখনও কখনও এমন মুখার্মির পরিচয় দিয়েই বিপর্যয় ডেকে আনেন বুদ্ধিমান শিক্ষিত রাজনীতিকরা। পাটশিল্পে ঠিক এই অবস্থাই চলছে।

রাজ্যের পাটকলগুলির দিকে তাকালে পরিষ্কার হয়ে যাবে চিত্রটা। কেন্দ্রীয় সরকারের যৎসামান্য বরাত ছাড়া কিছুই নেই। রাজ্যের পক্ষ থেকে বরাত শূন্য। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার কিছু চটের বস্তার বরাত দেয় বলেই কোনওরকমে চলছে। একথা স্বীকার করেছেন জুট কমিশনার সুব্রত গুপ্ত। এর ঠিক উল্টোপিটে আর এক অদ্ভুত খেলা। বন্ধ করতে হবে জেনেও লোকসানের পরিমাণ বাড়িয়ে চালিয়ে যেতে হচ্ছে মিল। বন্ধ করলে গোঁসা হবে নেতা মন্ত্রীদের। ফলে উৎপাদন কমছে, বঞ্চনা বাড়ছে, আক্রোশের বলি হচ্ছেন মিল মালিকরা।

নেতা–মন্ত্রীরা নিজেদের স্বার্থে যতটা সরব পাট শিল্পকে বাঁচাতে ততটাই উদাসীন। শুধুমাত্র বস্তা ছাড়া পাটের ব্যবহারে বৈচিত্র আনা যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনাই নেই। সরকারি পয়সায় কর্মীদের মোটা মাহিনা দিয়ে পাট গবেষণা কেন্দ্র আছে বটে কিন্তু তারা যে কি করেন তা কেউ জানে না। অথচ বিশেষজ্ঞদের মতে পাটের মতো একটি সস্তার তন্তু দিয়ে দৈনন্দিন ব্যবহারের ব্যাগ বানানো যেতে পারে যা ধীরে ধীরে প্লাস্টিক ব্যাগের বিকল্প হয়ে উঠবে। দরকার শুধু জলের হাত থেকে রক্ষা করার মতো গবেষণা। এতে শিল্পটাও বাঁচে, বাঁচে পরিবেশও। প্রতিবেশী বাংলাদেশ কিন্তু এ ব্যাপারে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে, আমরা পারিনি।

অতএব আজকের মাহেশ্বরী হত্যা ভবিষ্যতের অশনি সংকেত। কিন্তু এই সংকেত বুঝবে কে? এর চেয়ে সমস্যাটাকে রাজনীতির রঙে রাঙিয়ে দিলে সুবিধা অনেক। জনগণের দৃষ্টি ঘোরানো যায়, শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করা সোজা হয়। পাটের মতো একটি প্রায় মৃত শিল্পকে নিয়ে যতদিন রাজনীতি করা যায় ততটাই লাভ।

**বর্তমান অবস্থা**

- রাজ্যের চটকলগুলোয় উৎপাদন হতে পারে ৩ লক্ষ বেল।
- এপ্রিলে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাত এসেছে ১০ হাজার বেলের।
- মে মাসে কেন্দ্র থেকে বরাত এসেছে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার বেল।
- রাজনৈতিক চাপে বরাত ছাড়া মিল খুলে রেখে গুদামে জমে গিয়েছে উৎপাদন যা রাখার জায়গা হচ্ছে না।
- বন্ধের প্রস্তাব দিলেই অশান্তির আশঙ্কা।
- কলকাতা শহরের বুকে আছে পাট গবেষণা কেন্দ্র। তবুও পাট ব্যবহারে কোনো বৈচিত্র্য আসেনি। কেন্দ্রটির কাজকর্ম নিয়েই প্রশ্ন জাগে।

**কেন এমন হয়**

- কেন্দ্রীয় সরকারের সামান্য বরাত ছাড়া কিছুই নেই।
- রাজ্যের কোনও বরাত নেই।
- আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নেই।
- পাট ব্যবহারে বৈচিত্রের কোনও চিন্তাভাবনা নেই।
- রাজনৈতিক চাপে মিল চালু রেখে লোকসান বাড়ছে, বাড়ছে বঞ্চনা।
- মিলগুলির মালিকদের থেকে রাজনৈতিক নেতারা ফায়দা তুলতে ব্যস্ত।
- শ্রমিকদের ভুল বোঝানোই ইউনিয়নগুলোর কাজ।

# আসন্ন বাজেটে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জোর দেওয়া হবে

*নিজস্ব প্রতিনিধি:* যে সমস্যাগুলো ভারতীয় অর্থনীতিকে বার বার করে বিপর্যস্ত করেছে, তার মধ্যে প্রধান ছিল মূল্যবৃদ্ধি, আমদানি–রফতানির ঘাটতি এবং বাজেট ঘাটতির মতো বিষয়। নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতাগুলিকে দূর করে নতুন পথে চলার শপথ নিয়েছে সরকার। ইউপিএ সরকারের আমলের সমস্যাগুলি চট করে দূর হওয়ার নয়। কিন্তু অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি যে বিষয়গুলিকে জোর দিতে চেয়েছেন, তা জাতীয় অর্থনীতিকে হয়ত অন্য দিশা দেখাতে পারে।

● **বিনিয়োগকারীদের জন্য আইন:** মূলত সরকারের এক সময় চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছিল ক্রমাগত আমদানির জন্য হাত থেকে ডলার বেরিয়ে যাওয়া। তবে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা যাতে ভারতীয় শিল্পে এবং আর্থিক বাজারে বিনিয়োগ করতে পারে সেদিকে সরকার যে নজর দেবে তা অনেক আগে থেকেই বোঝা গিয়েছিল। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিও তার প্রথম বাজেট পেশ করার আগে সে বিষয়ে যে মন্তব্যগুলি সংবাদমাধ্যমের কাছে করেছেন, তাতে বোঝা গিয়েছে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ যাতে বাড়ে তার জন্য বিভিন্ন নিয়মনীতিগুলিকে আরও বেশি সরলীকরণ করবেন।

● **পণ্য পরিবহণ আইন:** রাজ্যগুলির কাছে যাতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া যায় তার জন্য সারাদেশের পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর যেমন নজর দেওয়া হবে তেমনি পণ্য পরিবহণের উপরে আইনগুলিতে সমতা ফেরানো হবে।

● **কালো অর্থ ফেরত নিয়ে আসা:** অসদউপায়ে যে অর্থ বিদেশে বহু মানুষ জমিয়ে রেখে দিয়েছেন তাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আনার জন্য উদ্যোগী হবে সরকার। মূলত, বিজেপির এজেন্ডাতেও সেই বক্তব্য ছিল।

● **ই–গভর্ন্যান্স:** তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে সরকার যে জোর দেবে সে কথা আগেই জানিয়েছিল। দেশের পরিকাঠামোকে এক লহমায় বুঝে নিতে তথ্যপ্রযুক্তির উপরে জোর দেওয়া হবে। যাতে কর পরিষেবা থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতি তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে করা সম্ভব হয়।

● **উন্নয়ন জোর:** ৪.৬ শতাংশে পৌঁছে যাওয়া জাতীয় উন্নয়নের হারকে যাতে স্থিতিশীল করে উর্ধ্বমুখী গতি দেওয়া যায় তার দিকে নজর দেবে সরকার। ফিসকাল ঘাটতি কমিয়ে দেশের উন্নয়ন হারকে যাতে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা রাখা হবে বাজেটে।

● **মূল্যবৃদ্ধি:** মূল্যবৃদ্ধি দেশের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ১০ শতাংশের কাছাকাছি মূল্যবৃদ্ধি কোনওভাবে আমাদের দেশের পক্ষে কাম্য নয়। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন খাদ্যের যোগান বাড়িয়ে এবং কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করে চাষের পদ্ধতিকে আরও উন্নততর করতে হবে।

● সম্প্রসারিত উন্নয়ন পরিকাঠামো, ব্যাঙ্কিং, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর কাঠামো এই সবকিছুই সমগ্র দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে যেমন কর কাঠামোর পরিবর্তন করতে হবে, তেমনই অন্যদিকে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শুরু করে আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমকে সুস্পষ্ট করতে হবে। তার জন্য প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও ব্যাঙ্কিং পরিষেবাকে পৌঁছে দিতে হবে। দেশের মধ্যে যাতে কোনও মতে অসাধু আর্থিক পরিষেবার ক্ষেত্র তৈরি না হয় তার দিকে নজর দেবে সরকার।

● শেষ যে তথ্য হাতে এসেছে তাতে দেখা গিয়েছে, দেশের আমদানির পরিমাণ আগের তুলনায় কমেছে এবং আমদানি–রফতানির ঘাটতিও কিছুটা স্থিমিত। কারণ, ইউপিএ সরকারের শেষের দিকে অর্থমন্ত্রী চিদম্বরম বুঝতে পেরেছিলেন, যে সংস্কারের কর্মসূচিকে তারা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন, তাতে তারা অনেকটা ব্যর্থ। তাই রঘুরামরাজনকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর করার পর ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অবশ্য সে সময় মূল্যবৃদ্ধি কিছুটা কমে আসছিল এবং ঋণনীতিতেও রঘুরামরাজন সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

বর্তমান অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি কিন্তু সেই সংস্কার কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। তবে যে কাজগুলো চিদম্বরম করে যেতে পারেননি, সেগুলোকে পূরণ করাই তার কাজ। কালো অর্থ বিদেশ থেকে নিয়ে আসা বা 'ডিরেক্ট ট্যাক্স কোড' মতো বিষয়গুলিকে যদি বাস্তবায়িত করা যায় তবে কিন্তু জাতীয় অর্থনীতি একটা অন্য দিশা দেখবে।

# কমল মূল্যবৃদ্ধি এবং বাড়ল শিল্পবৃদ্ধির হার

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** এটা 'মোদি ম্যাজিক' কি না জানা নেই। তবে মূল্যবৃদ্ধির হার যে হঠাৎ করে ইতিবাচক পথে যাবে আর শিল্পবৃদ্ধির হার কিছুটা হলেও ঠিকঠাক হয়েছে তাতে কিন্তু আসন্ন বাজেটে সরকারি পদক্ষেপের নতুন কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। আপাতত যে তথ্য এসেছে তাতে দেখা গিয়েছে, খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার মে মাসে ৮.২৮ শতাশ এবং যা এপ্রিল মাসে ছিল ৮.৫৯ শতাংশ। আর শিল্পবৃদ্ধির হার এপ্রিলে ৩.৪ শতাংশ। বিভিন্ন সংস্থাগুলি শিল্পবৃদ্ধির হার সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছিল তার থেকে যেন কিছুটা বেশি পাওয়া গেল। মূলত, উৎপাদন, বিদ্যুৎ এবং মুলধনী দ্রব্যের ক্ষেত্রে এক ইতিবাচক ইঙ্গিত লক্ষ্য করা গিয়েছে।

অবশ্য, মুলধনী দ্রব্যের ক্ষেত্রে ১৫.৭ শতাংশ বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করা গিয়েছে। উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ২.৬ শতাংশ এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ১১.৯ শতাংশ। অর্থাৎ যেভাবে ক্রমাগত শিল্প বৃদ্ধির হার কমে এসেছিল, তাতে সামগ্রিকভাবে দেশের বাণিজ্য ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ, যেভাবেই হোক না কেন বিগত সরকারের আমলের শেষ দিকে থেকে দেখা গিয়েছে, এই শিল্প বৃদ্ধির হারকে ইতিবাচক পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। অবশ্য, অনেকেই মনে করছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কও চেষ্টা করেছে যেন শিল্প বৃদ্ধির হার ইতিবাচক পথে এগোয়। তাই বার বার করে তাদের ঋণনীতিতে পরিবর্তন এনেছে। শিল্পপতিরা এবং বিভিন্ন বণিকসভাগুলি চেয়েছিল যেভাবেই হোক না কেন শিল্প বৃদ্ধির হারকে বাড়াতে গেলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তার জন্য ক্রমাগত সুদের হার না বাড়িয়ে বাজারে যাতে অর্থের পরিমাণ বাড়ে তার দিকেও নজর দিতে হবে। অবশ্য, রঘুরামরাজন আসার পর সুদের হারে সেভাবে কোনও বড় ধরনের পরিবর্তন না করে চেষ্টা করেছেন এসএলআর (যে অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সরকারি ঋণপত্রে বিনিয়োগ করে থাকে) কমিয়ে কিছুটা হলেও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে অর্থের যোগান দিতে। শিল্পপতিরা লক্ষ্য করেছেন যে, ক্রমাগত সুদের হার বাড়ানোর ফলে শিল্পে ঋণ দেওয়ার পরিমাণ যেমন কমেছে, বিনিয়োগও আগের তুলনায় অনেক কমে গিয়েছিল। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া মূল্য বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তাই কোনওভাবে শুধুমাত্র সুদের হার কমিয়ে দিয়ে বাজারে টাকার যোগান বাড়ালে মূল্য বৃদ্ধিতে মারাত্মক পরিমাণে সমস্যার সৃষ্টি হত। তাই ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও এবং ব্যাঙ্ক রেটকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খুব বেশি পরিবর্তন করেনি। আগামী দিনে হয়ত মূল্য বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আরও দৃঢ় নীতি নিতে পারে। অবশ্য শিল্প বৃদ্ধির হার ইতিবাচক পথে যাওয়া এবং মূল্য বৃদ্ধির হার কমে আসা ভারতীয় অর্থনীতির কাছে এক ইতিবাচক সংকেত।

## পণ্য কেনাবেচার বাজারে মন্দার ছোঁয়া

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** শেয়ার বাজারের মতোই রয়েছে পণ্য কেনাবেচার বাজার। যাকে কমোডিটি 'মার্কেট' বলে। যেখানে সোনা থেকে শুরু করে আলু সবই কেনাবেচা করা যায়। যদিও সেই 'ফিউচার' অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভবিষ্যত দর কি হতে পারে তা ভেবেই এই পণ্য কেনাবেচা করা হয়। তবে দেখা যাচ্ছে বছরখানেক ধরে যখন শেয়ার বাজার ক্রমাগত একের পর এক তার উচ্চতাকে ছাড়িয়ে নতুন উচ্চতা তৈরি করছে তখন এই পণ্যের বাজারে মন্দার ছোঁয়া, ক্রমাগত পতন এবং তার সঙ্গে এই বাজারে বাণিজ্যের পরিমাণ কমেছে। কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করছেন এই পণ্যের বাজারে বাণিজ্য কমার কারণ হল বাড়তি কর। আর ন্যাশনাল স্পট এক্সচেঞ্জ–এর বন্ধ হয়ে যাওয়া।

ব্যবসায়ীরা মনে করছেন পণ্য কেনাবেচার এই কর খুব বেশি। মূলত সোনা, রূপো বা অন্যান্য কৃষিপণ্যের দাম বেশি হওয়ায় তার ওপর কর চাপানো হলে আরও দাম বেড়ে যায়। এছাড়া 'ন্যাশনাল স্পট এক্সচেঞ্জ' যেখান সোনা বা রূপো ক্যাশ দামে কেনা যেত, অর্থাৎ এক গ্রাম সোনা কেনার ব্যবস্থা ছিল। তা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় 'ফিনান্সিয়াল টেকনোলজির' মালিক জিগনেশ শাহ–এর ? কারণে। তিনিই ছিলেন এই সংস্থার প্রধান। এখনও বহু মানুষের টাকা ফেসে আছে যারা সেখানে বিনিয়োগ করেছিল সেই এক্সচেঞ্জও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ ফল দাঁড়াল এই যে, সরকারি নজরদারি এড়িয়ে এত বড় একটা অনিয়ম হয়ে গেল। এই কারণে বিনিয়োগ যারা করেছিলেন তারাও ভয়ে পিছিয়ে এলো। এবছরের এপ্রিল মাসে প্রায় ১৫ দিনে কেনাবেচার পরিমাণ ৯০ শতাংশ কমেছে। আগের বছরে ওই সময় যেখানে কেনাবেচার পরিমাণ ছিল ৯.৮৯ লক্ষ কোটি টাকা যা এ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে ২.৩৬ লক্ষ কোটি টাকা। ২০১৩–১৪ সালে কমোডিটি ফিউচারে বাণিজ্যের পরিমাণ ১০১ লক্ষ কোটি টাকা। এই বাণিজ্য হয়েছিল ছ'টি জাতীয় পণ্যের বাজারে এবং ১০ আঞ্চলিক বাজারে। মূলত এমসিএক্স, এমসিডিইএক্স, এমএনসিই প্রভৃতি। তবে সরকার ২০১৩ জুলাই মাসে অকৃষিজাত দ্রব্যে বাণিজ্যের জন্য করের পরিমাণ ০.০১ শতাংশ বাড়াল।

এর মধ্যে ছিল সোনা, রূপো ও অন্যান্য ধাতু। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ল বাণিজ্যে।

এইসময় বিনিয়োগকারীরা শেয়ার বাজারের দিকে ঘুরতে শুরু করল। সেনসেক্স তখন তার ২১০০'র সর্বোচ্চ চূড়া পেরিয়ে ২২০০'র ওপরে চলে গেলে। যারা কমোডিটি বাজারে কেনাবেচা করত তারাও ধীরে ধীরে সরে আসতে লাগল সেই পণ্যের বাজার থেকে।

অবশ্য ভোটের ফলাফল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এই পণ্যের বাজারে। কারণ, সরকারে একটি দল একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাওয়ায় বোঝা গেল তারা দেশের দাম নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। ফলে শেয়ার বাজার আরও পড়ল। কিন্তু সোনা, কাঁচা তেল, ধাতব দ্রব্য সেভাবে না বেড়ে পড়তে শুরু করল। তারপর যদি আমদানি কর নতুন সরকার কমায় তবে কিন্তু পণ্যের বাজারে দাম আরও কমতে পারে। তাই শেয়ার বাজার যেমন মন্দার কবলে পড়েছিল তেমনি কমোডিটি বা পণ্যের বাজারে তেমনই এক মন্দার ছোঁয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যা আগামী দিনে হয়ত আরও কিছুদিন চলতে পারে।

## কেরিয়ার গাইড

### মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

সাগরদ্বীপের প্রত্যন্ত গ্রামে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী রাখি থেকে কলকাতার গৃহবধূ পুর্ণিমা, ছোটবেলায় ব্যবসায় ঢুকে যাওয়া বিপ্লব থেকে চাকরিতে উন্নতি করতে চাওয়া শোভন – সকলকে এক সূতোয় বেঁধেছে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। কাজের চাপে নিয়মিত স্কুল কলেজে গিয়ে পড়াশোনা করা অনেকের পক্ষে কষ্টকর। শুধুমাত্র কলেজে যাওয়ার সময় নেই বা কাছাকাছি কলেজ নেই বলে উচ্চশিক্ষার আশা ছাড়তে হবে না কাউকে। অসাধারণ এই সুযোগ এখন দিচ্ছে বিভিন্ন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। এখান থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সও করা যায়। সদ্য যারা উচ্চমাধ্যমিকে পাশ করলেন তাদের সুবিধার কথা ভেবে এখানে একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে ভর্তির খোঁজ দেওয়া হল। এছাড়াও আরও অনেক স্বীকৃতি প্রাপ্ত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আছে। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এই শিক্ষাবর্ষে ভর্তি শুরু হচ্ছে। ১) ফর্ম ডাউনলোড করে প্রিন্টআউট নিতে হবে, ২) নিজের জন্য স্টাডি সেন্টার বাছাই করতে হবে, ৩) নির্দিষ্ট ফি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে।

**কোন কোন বিষয়ে ভর্তি হওয়া যাবে:** বিএ.– বাংলা, ইংরাজি, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সমাজবিদ্যা। বিকম., বিএসসি.– ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, অংক, বটানি, জুলজি ও জিওগ্রাফি।

২০.০৬.২০১৪ থেকে ০৬.০৭.২০১৪ পর্যন্ত bdp.wpn-souadmissions.com এই ওয়েবসাইট থেকে ফর্ম ডাউনলোড করে পূরণ করা ফর্ম জমা দিতে হবে।

### বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

ক্লাস এইট পাশ ছেলেদের ওয়েলডিং, টু–হুইলার ও থ্রি–হুইলার রিপেয়ারিং, মেনটেনেন্স, এবং মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং–এর প্রশিক্ষণ দিচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষামন্দির। সবকটি প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৬ মাস।

**ভর্তির ফি:** ওয়েলডিং ও মোবাইল ফোন রিপেয়ারিং–এর ক্ষেত্রে ২০৫০ টাকা, টু–হুইলার ও থ্রি–হুইলার রিপেয়ারিং–এর ক্ষেত্রে ১৫৫০ টাকা।

তিনটি কোর্সের ক্ষেত্রেই মাসিক ফি ১৫০ টাকা। ক্লাস শুরু হবে ১০ জুলাই থেকে।

**আবেদনপত্র:** কাজের দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত আবেদনের ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষামন্দির, বেলুরমঠ হইতে। হাওড়া– ৭১১২০২। ফোন– ২৬৫৪১১৪৫।

**আপনিই রিপোর্টার**

আপনাদের অঞ্চলের বিভিন্ন খবর আমাদের জানান। প্রয়োজনে আমাদের রিপোর্টার আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই অঞ্চল বা ওই সমস্যার ওপরে আলোকপাত করবেন। যোগাযোগ করুন – আমাদের ঠিকানায় বা আমাদের এই ফোন নম্বরে ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১,৯৮৩০৮৫৪০৮৯। ইমেলও করতে পারেন alipubarta1966@gmail.com আমাদের ফেসবুকেও মেসেজ পাঠাতে পারেন।

## ১২০৩ ড্রাইভার নিয়োগ

সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ১২০৩ জন কনস্টেবল নেবে ড্রাইভার পদে। এটি একটি অস্থায়ী নিয়োগ কিন্তু স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শুধুমাত্র পুরুষরা আবেদন করতে পারবেন।

**শূন্যপদ:** সাধারণ ৭১, তপশিলি জাতি ৪৪০, তপশিলি উপজাতি ১৩৮, ওবিসি ২৩১, প্রাক্তন সমরকর্মী ৩২৩।

**বয়স:** ১৯–০৭–২০১৪ তারিখে ২১ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তপশিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

**শিক্ষাগত যোগ্যতা:** মাধ্যমিক বা সমতুল। সঙ্গে হেভি মোটর ভেইকেল, লাইট মোটর ভেইকেল ও মোটর সাইকেল উইথ গিয়ারের বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে।

**বেতন:** ৫,২০০ থেকে ২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ২০০০ টাকা।

**দৈহিক মাপজোক:** উচ্চতা ১৬৭ সেমি. (গোর্খা ও তপশিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি.)। বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮০ ও ৮৫ সেমি. (গোর্খাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি., তপশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ ও ৮১ সেমি.)। ওজন বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই হতে হবে।

**দৃষ্টি শক্তি:** চশমা ছাড়া কাছের ক্ষেত্রে উভয় চোখের ক্ষেত্রে এন৬ ও দূরের ক্ষেত্রে উভয় চোখেই ৬৬। রঙ চেনার ক্ষমতা সিপি–টু মানের হতে হবে।

মেডিকাল ক্যাটাগোরি:

সেপ ওয়ান। প্রার্থীকে শারীরিকভাবে সুস্থ হতে হবে। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, তির্যক চাউনি, বর্ণান্ধতা থাকলে চলবে না।

**বাছাই পদ্ধতি:** প্রার্থী বাছাই করা হবে নথিপত্র যাচাই, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা ও ট্রেড টেস্টের মাধ্যমে। সবশেষে মেডিকেল এগজামিনেশন। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়, ৩টি সুযোগে ১১ ফুট লংজাম্প ও ৩টি সুযোগে ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি হাইজাম্প। লিখিত ও ট্রেড টেস্টের মোট নম্বর ১৫০।

দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নিতে হবে এই ওয়েবসাইট থেকে www.cisf.gov.in যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

**পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হবে:** ৪ কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যায়িত ফটো, এর মধ্যে দুটো ফটো দরখাস্ত ও অ্যাডমিট কার্ডের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন। অপরদুটি দরখাস্তের সঙ্গে গেঁথে দেবেন।

ফি বাবদ ৫০ টাকার ক্রসড ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার, এটি Assistant Commandant/DDO, CISF North East Zone, Kolkata-র অনুকূলে প্রদেয় হতে হবে। তপশিলি ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি দিতে হবে না।

বয়সের প্রমাণপত্রের প্রত্যয়িত নকল।

শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রত্যয়িত নকল।

কাস্ট বা ওবিসি সার্টিফিকেটের নকল।

প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রমাণপত্রের নকল।

নাম–ঠিকানা লেখা ও প্রতিটিতে ২২ টাকার ডাকটিকিট সাঁটানো ৮খ১৯ সেমি। মাপের দুটি খাম।

যথাযথভাবে পূরণ করা অ্যাডমিট কার্ড, কোয়েশ্চেনিয়ার ফর্ম।

কর্মরতদের ক্ষেত্রে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন APPLICATION FOR THE POST OF CONSTABLE/DRIVER IN CISF-2014

১৯ জুলাইয়ের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছাতে হবে এই ঠিকানায় – DIG, CISF (North East Zone), Primises No.553, East Kolkata-Township Kasba, Kolkata, West Bengal-700107.

## সাপ্তাহিক রাশিফল

### নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

**২১ জুন – ২৭ জুন,২০১৪**

**মেষ:** নতুন করে সংশয়ের সৃষ্টি হবে। এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা আসবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সু–সংযত ও সু–সংহত পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে। লেখ্য পরীক্ষাদির ক্ষেত্রে শুভফল পাওয়া যাবে। ভাতৃস্থানীয় ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি বিষয়ে শুভ।

**বৃষ:** অশান্তপূর্ণ অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। এখাধিক সুযোগ সুবিধার যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি ক্ষেত্রে অভাবনীয় ফলের সৃষ্টি হবে (শুভ ফলের)। আগের দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি বর্তমানে সম্পন্ন করতে পারবেন। লেখাপড়ায় সাফল্য আসবে, শত্রুরা ক্ষতি করতে পারবে না।

**মিথুন:** বিভিন্ন ক্ষেত্রে আশার আলো প্রজ্জ্বলিত হবে। শুভ কাজে অর্থ ব্যয়ের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়কে কেন্দ্র করে ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে শুভ হবে। বেকারদের কর্মলাভের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হবে।

**কর্কট:** সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতিগুলিকে এড়িয়ে আসতে পারবেন। অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করেও সফল হতে পারবেন না। কর্মক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণীর কর্মচারিদের সঙ্গে মতান্তর ঘটা সম্ভব। নতুন কাজ হওয়ার মুখে এসেও থমকে দাঁড়িয়ে যাবে। শিক্ষাক্ষেত্রে ভালফল পাবেন।

**সিংহ:** কথা দিয়েও অনেক সময় কথা রক্ষা করা যাবে না। অকারণে কিছু কিছু বিরোধের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়বেন। অন্যের কোনও কাজের দায়ভার নেবার চেষ্টা করবেন না। ঠাণ্ডা গরম থেকে সাবধানে থাকবেন। লেখাপড়ায় আপাতত মন বসতে চাইবে না।

**কন্যা:** নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করে জাহির করবেন না। সামনে এবং পিছনে দু–দিকেই শত্রু বিরাজমান। তারা ক্ষতি করবার চেষ্টা করবে। রক্তপাত বা কোনও দৈব দুর্ঘটনায় ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ভাগ্য ও কর্মযোগের জোরে এ যাত্রায় অশুভের অবসান হবে।

**তুলা:** সাংসারিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনও না কোনও উপদ্রব এসে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। চলার পথে ঠিক ঠিক নিশানা পাওয়া সম্ভব নয়। বন্ধুদের দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। লেখাপড়ার ইচ্ছা থাকলেও আপাতত মন বসবে না।

**বৃশ্চিক:** শত্রুরা পিছন পিছন তারা করে বেড়াচ্ছে। কিছু করতে না পারলেও অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। নতুন পথের নিশানা দেখা যাচ্ছে। সেই কারণে বেশ কিছুটা এগিয়ে যেতে পারবেন। বস্ত্র বা পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবসায়ীর পক্ষে শুভ হবে।

**ধনু:** শান্তির জন্য বহু চেষ্টা করেও অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হবে না। ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভ ফল পাওয়া যাবে। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিছু বাধা আসবে। কর্মক্ষেত্রে বিরোধপূর্ণ পরিবেশের অবসান হবে।

**মকর:** দীর্ঘদিনের শারীরিক ও মানসিক চপের অবসান ঘটবে। যে কোনও বিষয়ে গবেষকদের ক্ষেত্রে শুভযোগ রয়েছে। অন্যে হিংসা করে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। ব্যবসা বাণিজ্যের ফল বাধার মধ্যেও শুভ হবে। নতুন কর্মযোগ রয়েছে।

**কুম্ভ:** মনকে শান্ত রেখে কাজ করা যাবে না। অস্থির চিত্তের জন্য কিছু কিছু কাজে ভুল হয়ে যাবে। জমিজমা বা গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। দেশ ও দশের কাজে সুনাম ও যশ পাওয়া যাবে। কর্মযোগ এখন নেই।

**মীন:** দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে সাফল্য, সুনাম ও খ্যাতি আসবে। প্রশংসা যেভবে পাওয়া উচিৎ সেভাবে পাওয়া যাবে না। লেখাপড়ায় মন বসবে। সফলতা অর্জনে সমর্থ হবেন। আর্থিক স্থিতাবস্থার ক্ষেত্রে বাধা আসবে।

# সুন্দরবনের গোসাবা–বাসন্তী এলাকায় কট্টরপন্থী বাম জনপ্রতিনিধিরাও যোগ দিচ্ছেন বিজেপিতে

**নিজস্ব প্রতিনিধি • দক্ষিণ ২৪ পরগনা**

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় লোকসভা নির্বাচনের পর দ্রুত রাজনৈতিক সমীকরণ ভিন্ন স্রোতে বইতে শুরু করেছে। বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকার বাসন্তী ও গোসাবা ব্লকের অঞ্চলগুলোতে বাম শিবিরের সমর্থক ও পঞ্চায়েত সদস্য–সদস্যারা দলে দলে বিজেপি শিবিরে যোগদান করছেন। সম্প্রতি নবান্নে ডেপুটেশন দিতে যাওয়া শীর্ষ বাম নেতাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘আপনাদের লোকজন বিজেপিতে চলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা দেখুন।’ কিন্তু সমস্ত তর্ক–বিতর্ককে তুচ্ছ করে বাম শিবির থেকে বিজেপিতে চলে যাওয়ার প্রবণতা সুন্দরবন এলাকায় আরও প্রকট হচ্ছে। বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের আরএসপি’র সদস্য–সদস্যারা একজোটে বিজেপিতে যোগ দিয়ে একটা নজির সৃষ্টি করেছেন।

তারপর সম্প্রতি রাজ্য বিজেপি’র সহ–সভাপতি অনিক সরকারের নেতৃত্বে লাহিড়ীপুর অঞ্চলের ৬ জন বাম সদস্য এবং কুমিরমারি অঞ্চলের বাম সদস্যরা বিজেপিতে যোগদান করেছেন। সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে, বিপ্রদাসপুর, পাঠানখালি, কচুখালি পঞ্চায়েতের বাম সদস্যরা শীঘ্রই বিজেপিতে যোগদান করবেন। একদা বাম দূর্গ সুন্দরবন এলাকায় ২০১১ সালে তৃণমূলের উত্থান হয়। বাসন্তী বিধানসভায় আরএসপি সুভাষ নস্কর জিতলেও, শাসক তৃণমূলের দাপটে বাম শিবিরের নেতারা ঝিমিয়ে পড়েন। দাপুটে কমরেডরা সুযোগ বুঝে তৃণমূল শিবিরে ভিড়ে যান।

লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই সুন্দরবন এলাকায় বাম জমানার কায়দায় চলতে থাকে শাসক তৃণমূলের সন্ত্রাস, অত্যাচার। জেলার বাম নেতারাও তাদের সমর্থকদের পাশে দাঁড়িয়ে সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। লোকসভা ভোটে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণপদ মজুমদার ব্যাপক ভোট পান।

তারপরেই চিত্রটা বদলে যেতে শুরু হয়। তৃণমূলের প্রতিপক্ষ হিসেবে ক্রমশই বিজেপি দ্রুত এই এলাকায় জায়গা করে নিচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক গোসাবা ব্লকের সাতজেলিয়া দ্বীপের লাহিড়ীপুরের বাসিন্দা জেলা ডিওয়াইএফ’র এক নেতা জানালেন, আমরা কান্তি দা (কান্তি গাঙ্গুলি), সুজন দাকে (সুজন চক্রবর্তী– সিপিএমের জেলা সম্পাদক) জানিয়ে দিয়েছি আমরা আর সিপিএম বা আরএসপি করব না। কারণ, আপনারা আমাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। তৃণমূল এখানে সন্ত্রাস করছে, পঞ্চায়েতে আমাদের ৬ জন সদস্যকে ঢুকতে দেয় না। তাই এখন আমরা বিজেপি শিবিরে যোগ দিয়েছি।

আগামী দিনে সুন্দরবন এলাকায় বিজেপি–ই হলে নির্নায়ক শক্তি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তা মানুষ প্রমাণ দেবে। আমাদের দীর্ঘদিন এসসি, এসটি সরকারি লোন আটকে ছিল। বিজেপি শীর্ষ নেতারা হস্তক্ষেপ করে সেই লোনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের যে কোনও সমস্যায় বিজেপি’র রাজ্য নেতারা পাশে থাকছেন, এটাই আমাদের ভরসা। প্রসঙ্গত, বাম শিবিরের পাশাপাশি তৃণমূলের বিক্ষুব্ধরাও বিজেপিতে যোগ দেওয়ার তাল ঠুকছে। তৃণমূল নেতৃত্ব বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত।

গোসাবা ব্লকের বীনপুর গ্রামে খাঁচায় বন্দি পূর্ণ বয়স্ক বাঘটিকে বন দফতরের কর্মীরা সুন্দরবনের? জঙ্গলে ছেড়ে দিল। ছবি: কাকলি পাল

## টুকরো–টাকরা

### গৃহবধূ খুন, গ্রেফতার ৩

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং:** সোমবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমার বাসন্তী থানার তালদা চড়পাড়া গ্রামে সাজেদা মিস্ত্রী (২৪) নামক এক গৃহবধূকে খুন করে তার স্বামীর পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ মত গৃহবধূর স্বামী নূর হোসেন মিস্ত্রী, শাশুড়ী মমতাজ মিস্ত্রী, ননদ খাদিবা মিস্ত্রীকে গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তালদা চড়পাড়া গ্রামের বাসিন্দা নূর হোসেন মিস্ত্রীর সঙ্গে ৭ বছর আগে বিয়ে হয় গোসাবার সাজেদা’র। বর্তমানে তাদের ২ মেয়ে ৩ ছেলে। বেশ কয়েকমাস ধরে নূর হোসেনের সঙ্গে সাজেদার পারিবারিক অশান্তি চলছিল। এদিন সকালে পারিবারিক অশান্তির জেরে সাজেদা বিবিকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। এলাকার মানুষ উত্তেজিত হয়ে নূর হোসেনের বাড়ি ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ আসে। মৃতের পরিবারের সদস্যরা থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শঙ্কর প্রসাদ বারুই ঘটনার কথা স্বীকার করে জানান বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

### তৃণমূল–আরএসপিতে ভাঙন

### ৬০০ জনের যোগদান বিজেপিতে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী:** শুক্রবার বিকেলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রের নগরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের হিরন্ময়পুর বাজারে বিজেপি’র এক জনসভায় প্রকাশ্যে আরএসপি’র ৫০০ জন কর্মী সমর্থক এবং তৃণমূলের ১০০ জন কর্মী সমর্থক যোগদান করেন বিজেপিতে। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সমীক ভট্টাচার্য, রবীন চ্যাটার্জি, হাওড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা অভিনেতা জর্জ বেকার, বিজেপির রাজ্য যুব মোর্চা সভাপতি অমিতাভ রায়। সমীক ভট্টাচার্য বলেন, বর্তমান ক্ষমতাশালী দলের নেত্রী সব জায়গায় উন্নয়নের গল্প শোনাচ্ছেন। আপনারা উন্নয়নকে না দেখতে পেলে চশমা পরে দেখুন। তাতে যদি দেখতে না পান, তাহলে হরলিক্সের বোতল ভেঙে, তার নীচের কাচ দিয়ে দেখুন। আসলে উন্নয়নের নামে গল্প শোনা যাচ্ছে। আয়লার ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরত চলে গিয়েছে। নদী–বাঁধের বেহাল অবস্থা। আগামী ২০১৬ সালে আপনারা পরিবর্তনের পরিবর্তন করুন। ক্যানিং–১ বিজেপি’র যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রমেন মণ্ডল বলেন, বিগত বাম সরকার ও বর্তমান মা–মাটি–মানুষের সরকারের অবহেলায় এখনও পর্যন্ত ক্যানিং পৌরসভা চালু হল না। অথচ দীর্ঘ বছর ধরে ক্যানিংবাসী দাবি করে আসছে ক্যানিং পৌরসভা চালু করার জন্য। আগামী দিনে ক্যানিং পৌরসভা চালু করার দাবিতে বিজেপি গণ আন্দোলনে নামবে।

## দশ বছর যাবৎ

### শিশুউদ্যানের নামে বেড়ে চলেছে জঙ্গল আর সমাজবিরোধী দল

**সুমনা সাহা • হাওড়া**

হাওড়া ঘোষপাড়া নামক অঞ্চলে শুধুই আছে ঘন জঙ্গল, আর তার ভেতরে সমাজবিরোধীদের আড্ডা। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের প্রকোপও বাড়তে থাকে। সরকারি এলাকা সেখান আগে ছিল একটি জলের ট্যাঙ্ক। তাই প্রিয়নাথ ঘোষ লেনেই অবস্থিত ঘোষপাড়া জলের ট্যাঙ্ক নামেই জায়গাটি পরিচিত। এই এলাকার ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিল তন্দ্রা বসু বলেছেন, ‘আমি মেয়রকে কিছুদিন আগেই নোটিশ দিয়েছি, কিন্তু কাজ এগোয়নি। আমি জানি খুব খারাপ অবস্থা জায়গাটার। বাচ্চারা খেলতে খেলতে ঢুকলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তাই আমি নিজের টাকা খরচ করে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়েছি এবং জলাজায়গাগুলো বন্ধ করেছি।’

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন – ‘এখানে বিভিন্ন ময়লা ফেলা হয় এবং সমাজবিরোধীদের আড্ডার জন্য বসবাসের অসুবিধা ঘটতে থাকে। এবং কাউন্সিলারকে বহুবার জানান সত্ত্বেও আজ ১০ বছর যাবৎ কোনও পরিবর্তন হয়নি।

## রেল হকারদের সাফাই অভিযান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং:** মঙ্গলবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং রেললাইন চত্বরে প্রায় একশ জন ক্যানিং রেল হকার ময়লা আবর্জনা–প্লাসটিকের ব্যাগ পরিষ্কার করেন।

হকাররা বলেন, ক্যানিং প্ল্যাটফর্ম, রেললাইন, শৌচালয় জঞ্জালের স্তূপ হয়ে পড়ছে। শৌচালয়ের দুর্গন্ধে রেলযাত্রীরা নাকে রুমাল দিয়ে ট্রেন ধরছে। এই বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষ উদাসীন। মানুষকে সচেতন করতে এবং পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে এই সাফাই অভিযান। এখন বর্ষার সময়, এই সময় ম্যালেরিয়া–ডাইরিয়ার প্রকোপ বাড়ে। রোগের হাত থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দেবে এই সাফাই অভিযান। সাধুবাদ জানান বহু রেলযাত্রী।

# রায়দিঘি খুনে এফআইআর কান্তি’র নামে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার:** আদি বনাম নব্য তৃণমূলীদের মধ্যে বিরোধের জেরে খুন হতে হল রায়দিঘির খাঁড়ি অঞ্চলের ঘোষেরচকের ৩ নেতাকে। নিহতরা হলেন হাফিজুল গাজি, আতিয়ার মোল্লা ও হাসান গাজি। খুন হতে হল বাড়িছাড়া সিপিএম সমর্থক সফিউল্লা মোল্লা ওরফে সোফুকেও। এলাকার নিরীহ মানুষদের ওপর জরিমানা ও বাড়িছাড়া করে দেওয়ার রাশ দলের কোন গোষ্ঠীর হাতে থাকবে তা নিয়ে দলের মধ্যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব সামনে চলে এসেছিল।

যার পরিণতিতে শনিবার রাত সাড়ে ন’টা নাগাদ কাশীনগরে দলের ব্লক সভাপতির সঙ্গে বৈঠক সেরে ফেরার পথে দলের অপর গোষ্ঠীর নেতারা নির্বিচারে বোমা ও চপার দিয়ে কুপিয়ে খুন করলেন ৪ নেতা–কর্মীকে। এই খুনের ঘটনায় রায়দিঘির দাপুটে সিপিএম নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি ও জোনাল কমিটির নেতা বিমল ভান্ডারীর বিরুদ্ধে এফআইআর করা হল। মোট ২১ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়েছে। এর মধ্যে রাতে ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, ধৃতদের রবিবার ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। রবিবার দুপুরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়, দলের মহাসচিব পার্থ চ্যাটার্জি, মেয়র শোভন চ্যাটার্জি, সাংসদ চৌধুরি মোহন জাটুয়া ও অভিষেক ব্যানার্জি নিহত পরিবারদের বাড়ি যান। পরিবারগুলোকে সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি, আর্থিক সাহায্য তুলে দেন তাঁরা।

*খুন হল তিনজন যথাক্রমে আতিয়ার মোল্লা, হাফিজুল গাজি ও হাসান গাজি।*

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে রায়দিঘি এলাকায় ভাল ফল করে বামেরা।

খাঁড়ি পঞ্চায়েতটিও কংগ্রেস, তৃণমূলের জোটের হাত থেকে বামেদের দখলে চলে আসে। এই পঞ্চায়েতের ঘোষেরচক এ সরস্বতীপাড়ায় কংগ্রেসের ভাল শক্তি ছিল। কিন্তু গত বছর পাঁচেক আগে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা অজেদ আলি খামারুর সঙ্গে মতোবিরোধের ফলে হাফিজুর রহমান ও বেশ কয়েকজন তৃণমূলে যোগ দেন। কংগ্রেস, তৃণমূল জোটের উপপ্রধানও ছিলেন অজেদ আলি। গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীও ছিলেন অজেদ আলি। কিন্তু পরাজিত হন। এরপর দ্রুত রাজনৈতিক সমীকরণ বদল হতে থাকে লোকসভা নির্বাচনের আগে। লোকসভা নির্বাচনে হাফিজুর ও অজেদ শাসক দলের হয়ে ভোট করায় এলাকায়। এই দুটি বুথে ব্যাপক লিড পায় তৃণমূল। এমনকী নির্বাচনের দিন সরস্বতীপাড়ায় বাম সমর্থকদের বুথে যেতে দেওয়া পর্যন্ত হয়নি বলে অভিযোগ বাম নেতৃত্বের। নির্বাচনের আগের রাতে মাজেদা বিবি নামে এক বাম সমর্থককে বেধড়ক মারধর করে হাফিজুর ও অজেদ আলির লোকেরা।

এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন সেই বধূ। আর গ্রামের শতাধিক বাম সমর্থক পরিবার এখনও বাড়ি ছাড়া। কেউ কেউ আবার মোটা টাকা জরিমানা দিয়ে বাড়ি ফিরেছেন সদ্য। অভিযোগ, এই জরিমানা ও বাড়ি ছাড়া করা নিয়ে কয়েকদিন আগে হাফিজুর ও অজেদের মধ্যে প্রকাশ্যে বচসা ও হাতাহাতি পর্যন্ত হয়। কারণ এই বাড়িছাড়াদের মধ্যে হাফিজুরের বেশ কয়েকজন আত্মীয়ও আছেন।

শনিবার বাড়িছাড়াদের তালিকা তৈরির জন্য গ্রামে পুলিশও যায়।তখন থেকে দুই নেতার অনুগামীদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। বিষয়টি নিয়ে দলের নেতাদের মধ্যে বিরোধ মেটানোর জন্য শনিবার রাতে স্থানীয় ব্লক নেতা ভগবান অধিকারি মিটিং ডাকেন। সেই মিটিং চলাকালীন বিরোধ বেধে যায় দু’পক্ষের।

বৈঠকে ছিলেন বাড়িছাড়া বাম সমর্থক সফিউল্লাও। এরপর বাড়ি ফেরার পথে রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে এই আক্রমণ। খুনের পর থেকে এলাকায় পুলিশ ও র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়েছে।

সকাল ৮টা থেকে তৃণমূল সমর্থকরা রায়দিঘি রোড অবরোধ করে। প্রায় দু’ঘণ্টা অবরোধ চলে। পরে কান্তির কুশপুতুল পোড়ায় অবরোধকারীরা। এদিন গ্রামে পার্থ বলেন, ‘বিজেপির উস্কানিতে সিপিএম এই খুন করেছে। এই খুনের পিছনে কান্তি গাঙ্গুলি চক্রান্ত করেছেন। দল নিহতদের পরিবারের পাশে আছে। দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছি।’

অন্যদিকে কান্তি–সহ জোনাল নেতা বিমল ভাণ্ডারীর বিরুদ্ধে এফআইআর করা নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ করেছেন বাম নেতৃত্ব। কান্তি গাঙ্গুলি বলেন, ‘তৃণমূলের আদি বনাম নব্যদের লড়াই। সেখানে আমার ও বিমল ভাণ্ডারীর নামে এফআইআর করা হয়েছে। আমার আগে সুজন, গৌতম–সহ অনেক বাম নেতাদের নাম জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ গ্রেফতার করলে করুক। মানুষ বিচার করবে।’

অন্যদিকে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একাধিক অসামাজিক কাজের অভিযোগ আছে পুলিশের খাতায়।

## মহানগরে

# বর্ষায় বেহালা ভাসবে বলে প্রস্তুত

**বরুণ মণ্ডল • কলকাতা**

বর্ষা দোরগড়ায়। অথচ, তার মোকাবিলায় এখনও প্রস্তুত নয় কলকাতা পুরসভা। যদিও বর্তমানে পুরনিকাশি দফতরের দায়িত্বে রয়েছেন খোদ মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়, এ শহরের খ্যাতনামা কলেজগুলির বিশিষ্ট অধ্যাপকদের বক্তব্য গত দেড় শতকেরও অধিক কাল যাবৎ কলকাতা শহরের মহানাগরিকদের কাজ যে কী তা মহানাগরিকরা বুঝে উঠতে পারলেন না। যাঁদের কাজ বিবিধ দফতরের কাজের তদারকি করা। কোন কাজটা হল না, কাজটা পড়ে রইল কেন ইত্যাদি দেখে, দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের দিয়ে সে কাজ সম্পূর্ণ করা যাঁদের দায়দায়িত্ব। তাঁরা তা না করে গাদাখানেক গুরুত্বপূর্ণ দফতরকে নিজে হাতে ধরে রেখে দিয়েছেন। ফলস্বরূপ যা হওয়ার তাই হচ্ছে এক দফতরের কাজ এগোতে গিয়ে অন্য দফতরের কাজ ঝুলে যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন তাহলে আপনি কার ওপর ছড়ি ঘোরাবেন? মহানাগরিকের নিজের হাতের তালুর ওপর থাকা এলাকা বেহালায় গত বর্ষায় জমা জল সরাতে রীতিমতো নাকানিচোবানি খেতে হয়েছিল পুরসভাকে। আর এবার ডায়মন্ড হারবার রোডের বিদ্যাসাগর হাসপাতালের নবনির্মিত নীল–সাদা ফটকের সম্মুখে বেশ কিছুটা ব্যস্ত রাস্তা জুড়ে যান চলাচল বন্ধ রেখে মেট্রো রেলের খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে। তার মাটি পুরনিকাশি নালায় পড়ে নালার মৃত্যু ঘটিয়েছে। আর একটু এগিয়ে অজন্তা সিনেমা হলের সামনেও একই ঘটনা। গুরুত্বপূর্ণ বাস চলাচলকারী রাস্তা বন্ধ রেখে মেট্রো রেলের খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলছে।

সেখানেও নিকাশি ব্যবস্থায় অস্তিত্বের সংকট। এদিকে বেহালা চৌরাস্তার ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার সম্মুখের নিকাশি ব্যবস্থার দফারফা। ক’দিন পূর্বের সামান্য বৃষ্টিতে বাসের চাকা ডুবুডুবু অবস্থায় পড়ে। তবে ডিএইচ রোডের আপের দফারফা হলেও ডাউনটাই আগত বর্ষায় বেহালাবাসীর নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তির একমাত্র ভরসা।

বেহালার শেষ প্রান্তে জোকায়

‘জোকা–বিবাদি বাগ’ মেট্রো রেলের কাজের জন্য চড়িয়াল খালের একাংশ বাঁধ দ্বারা বন্ধ থাকায় বেহালার বর্ষার জল বেরতে সমস্যা হতে পারে বলে পুর ইঞ্জিনিয়ররা আশঙ্কা করছেন। সেহেতু মহানাগরিকের এলাকাবাসীদের বর্ষার দুর্ভোগ যে পোয়াতে হবে সে বিষয়ে একশ শতাংশ নিশ্চিত। আর বেহালায় কয়েকশো কোটি টাকা ব্যয় করে যে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা তৈরি হয়েছে তা তেমন কোনও কাজে আসে না।

জল পরিচ্ছন্ন গালি–পিটের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে বেহালা–ঠাকুরপুকুর এলাকায় বৃষ্টির জল প্রাকৃতিক নিয়মে চড়িয়াল খাল দিয়ে বেরিয়ে যেত। খালের একাধিক শাখা–প্রশাখা রয়েছে। এরমধ্যে কথাগাছিয়া খাল, সুতি খাল এবং মণি খাল। কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পে বেহালার নয়া নিকাশি পরিকাঠামো গড়ে উঠলেও খালগুলির হাল বদলায়নি। পাম্পিং স্টেশনের কাজও অসম্পূর্ণক। অন্যদিকে পুর সড়ক দফতরের মেয়র পারিষদ সুশান্ত কুমার ঘোষ সাংবাদিকদের নিকট প্রশ্ন তোলেন, বেহালায় এত মহান মহান ব্যক্তির বসবাস থাকা সত্ত্বেও বেহালার একমাত্র মূল সড়কটির অবস্থা দীর্ঘদিন যাবৎ এত জঘন্য কেন? অতএব, এবারও বর্ষায় ভাসবে বেহালা, ধরে নেওয়াই যায়।

*রোজই কলকাতা সাজছে, প্রলেপ পড়ছে নীল–সাদা রঙের। বাড়ছে খরচের বহর। তবুও শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকে অবহেলা। যেমন টালিগঞ্জ যেতে ৫ নম্বর চারু এভিনিউ–এর এই গাছটি। বিপজ্জনকভাবে দুর্ঘটনা ঘটাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি বসে আছেন চোখে ঠুলি এঁটে। ছবি: রণেশ নন্দী।*

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৪৮ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা, ২১ জুন–২৭ জুন, ২০১৪

# বাংলার বর্তমান ছাত্র আন্দোলন শুধুই ক্ষমতা দখলের লড়াই

**ওঙ্কার মিত্র**

ছাত্র আন্দোলন বাংলার মাটিতে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে। এর উত্থান ঘটেছিল স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল সময়ে। স্বাধীন হওয়ার ডাকে যখন সমাজের সব অংশের মানুষ দলে দলে সাড়া দিচ্ছেন তখন ছাত্ররাও সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেনি। প্রেসিডেন্সি, স্কটিশ চার্চের মতো প্রখ্যাত কলেজগুলির মেধাবী ছাত্ররা স্বাধীনতা আন্দোলনে সামনের সারিতে চলে আসে। এইসব যুবকদের তাজা তরুণ রক্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত দৃপ্ত আওয়াজ স্বাধীনতার ডাককে কয়েকগুণ সোচ্চার করে তোলে। শুধু কলেজ কেন স্কুলের ছাত্ররাও সামিল হয় এই কন্টকিত পথে। সে ছিল গৌরবের ইতিহাস।

স্বাধীন ভারতেও ছাত্রদের এই উন্মাদনা স্তিমিত হয়নি। বাংলার মাটি বার বার আন্দোলিত হয়েছে তাজা তরুণ পড়ুয়াদের আওয়াজে। ১৯৫০–এ বাংলার ছাত্র আন্দোলন শোষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বাঁক নেয় বামপন্থার দিকে। সদ্য ভাগ হওয়া ওপার বাংলাতেও ভাষা আন্দোলন রূপ নিল জাতীয় সংগ্রামে। এভাবেই স্বাধীন বাংলায় ছাত্র আন্দোলন এসে দাঁড়াল রাজনীতির আঙিনায়। ১৯৬৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাংলা উত্তাল করল গণতন্ত্র ও পাঠ্যক্রম বদলের জন্য। এসব আন্দোলনের প্রতিটাতেই পিছন থেকে নেতৃত্ব দিলেন রাজনৈতিক বিশেষ করে বামপন্থী নেতারা। এল ৭০–এল দশক। আবার ফুঁড়ে উঠল ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ। প্রাণ দিল শতশত মেধাবী ছাত্রের দল। নকশাল আন্দোলন যখন ব্যর্থ হল ততক্ষণে বাংলার যা ক্ষতি হবার হয়ে গিয়েছে। বিপথে চালিত হল ছাত্র আন্দোলন সেই বামপন্থার হাত ধরেই।

উত্তাল বাংলা শান্ত হল ১৯৭৭ সালে। বামফ্রন্টের শাসন প্রতিষ্ঠা হল নানা উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে। বিপ্লব, আদর্শ হারিয়ে বামেরা এবার বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতির পথে। এবার বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতা দখলের পালা। নিঃশব্দে, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ছাড়াই বামপন্থী ছাত্রদের দখলে আসতে থাকল একের পর এক প্রতিষ্ঠান, সঙ্গে রইল শিক্ষক সংগঠনও। বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির জয়জয়াকার। এতদিনের ছাত্র আন্দোলনের বিপ্লবী ধারা এবার চলে এল রাজনীতির কব্জায়। রাজনৈতিক সমস্ত কর্মসূচিতে অংশ নিতে লাগল ছাত্ররা। সাধারণ রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে গেল ছাত্রদের ইস্যু। অর্থাৎ ছাত্রদের আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলল রাজনীতি। রাজনীতির অঙ্গ হিসেবেই শুরু হয়ে গেল ছাত্রদের মধ্যে হিংসা অশান্তি। হস্তক্ষেপ করল রাজনৈতিক নেতারা। সবচেয়ে দীর্ঘ এই ধারা বাংলার ছাত্রসমাজের দফারফা করে ছাড়ল।

২০১১–তে পাল্টে গেল বাংলার রাজনীতি। বামপন্থী নেতাদের মুখোশ খসে পড়ল। ক্ষমতা দখল করল মমতার তৃণমূল কংগ্রেস। এবার নতুন করে স্কুল–কলেজে–ইউনিভার্সিটিতে শুরু হল পালা বদলের পালা। একই কায়দায় ক্ষমতার দখল নিতে শুরু করল তৃণমূলের ছাত্র নেতারা। সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। যে কোনও ক্ষমতা বদলেই রক্ত ঝরে, প্রাণ যায়। বাংলা আজ সেই অবস্থার শিকার। বামপন্থীরা আজ যতই চিৎকার করুক না কেন শোনবার কেউ নেই। ছাত্র ভর্তির দিনগুলিতে তাদের দাদাগিরি, শিক্ষকদের 'শায়েস্তা' করার কায়দা এখন তাদের মনে পড়া উচিত। এতো একই চিত্রনাট্যের ফ্ল্যাশব্যাক।

**বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতা দখলের পালা। নিঃশব্দে, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ছাড়াই বামপন্থী ছাত্রদের দখলে আসতে থাকল একের পর এক প্রতিষ্ঠান, সঙ্গে রইল শিক্ষক সংগঠনও।**

আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ছাত্র রাজনীতির হাত ধরেই উত্থান।

তিনি কাছ থেকে দেখেছেন কলেজ রাজনীতির চরিত্র। ভর্তি নিয়ে কলেজে কলেজে যে রাজনৈতিক খেয়োখেয়ি চলে তা নিশ্চই তাঁকে আন্দোলিত করেছে। তাই তিনি স্বচ্ছতা আনতে অনলাইন পদ্ধতির স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু তাতে বাধ সেধেছে পরিকাঠামো। কিন্তু তা নিয়ে বামপন্থীদের বিষোদগার হাস্যকৌতুকের মতো। নিজেরা যা পারেনি সেটাকেই ইস্যু করে ছাত্রদের ফের ক্ষেপিয়ে দেওয়ার রাজনীতি মানুষ নিশ্চই মেনে নেবে না। অবশ্য জঙ্গী আন্দোলন সংগঠিত করার মতো নখ ও দাঁত কিছুই নেই বামবাবুদের।

তবে বামপন্থা–ডানপন্থা যেদিকেই হোক না কেন ছাত্র রাজনীতি যেদিকে চলেছে তা বন্ধ না হলে মারাত্মক রূপ নেবে। দেশের বেসরকারি কলেজগুলোতে রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ। এছাড়া সেন্ট জেভিয়ার্সের মতো কলেজেও ছাত্র রাজনীতির স্থান নেই। সেখানে কিন্তু ছাত্র অসন্তোষও দেখা যায়নি। এছাড়াও বাংলায় চলা দীর্ঘদিনের ছাত্র রাজনীতি শিক্ষার তেমন কোনও উন্নতি করেছে বলে কোনও সমীক্ষাই বলেনি। তাই যদি হয় তবে ভাবতে হবে ছাত্র রাজনীতির সত্যিই কি কোনও প্রয়োজন আছে বাংলার শিক্ষা জগতে। এখন যুগান্তকারি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। যদি পারেন তিনি বাংলায় আর এক মাইল ফলক স্থাপন করতে পারবেন।

## অপরাধ রুখতে সিনেমা–সিরিয়ালে লাগাম টানা হোক

অপরাধীদের কোনও রাজনৈতিক পরিচয় নয়, তাদের একটাই পরিচয় সমাজবিরোধী। ইদানিং রাজ্যে নানাস্তরের অপরাধীদের বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নারী ঘটিত অপরাধ কিংবা মালিক–শ্রমিক সংঘাত অথবা সিন্ডিকেট লড়াই। আহত নিহত হচ্ছেন সাধারণ নাগরিক।

রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনের পরে নানা রাজনৈতিক সংঘর্ষ কিংবা জমিদখলের অথবা প্রতিহিংসার গণ্ডগোল অব্যাহত। রাজনৈতিক নেতারা বিচারের আগেই, ঘটনার পরেই অন্যদলের প্রতি যেভাবে দোষারোপ করছেন তাতে পুলিশ কিংবা বিচার ব্যবস্থা প্রভাবিত হবার লক্ষণ স্পষ্ট। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব গণমাধ্যমের ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে পুলিশকে নিরপেক্ষ করতে না পারলে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পাশাপাশি রাজ্যে জঙ্গী তৎপরতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলার মাটিতে নানা সংঘর্ষে যে মৃত্যু মিছিল চলছে, তাতে বাংলায় আবারও আতঙ্কের আবহাওয়া তৈরি হচ্ছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রাজ্যেরই হাতে। সেক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে মোদি সরকারে নীতি 'জিরোট লারেন্স'–এ রাজ্যেও রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে ঘোষণা করতে পারে এবং প্রমাণিত দোষীদের প্রতি সরকার কঠোর হলে সাধারণ মানুষের আস্থা ও ভারসা দুই–ই বাড়বে। পার্কস্ট্রিট থেকে কামদুনি পর্বের নানা নারী নিগ্রহের ঘটনা জনমানসকে আলোড়িত করেছে। দিল্লিতে, মহারাষ্ট্রের শক্তিমিলের এমন ঘটনায় দোষীদের শাস্তি ঘোষণা হলেও এরাজ্য কিংবা অখিলেশ যাদবের উত্তরপ্রদেশ সরকার দোষীদের শনাক্ত কিংবা শাস্তি কোনওটাই দিতে পারেনি। সামাজিকভাবে অপরাধমূলক কাজকর্মের নেপথ্য মানসিকতা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সিনেমা, টেলিভিশনের ভূমিকার পাশাপাশি কিছু কিছু বিকৃত পত্রপত্রিকার ভূমিকা কম নয়। রুচিহীন, অপরাধ প্রবণতায় মদত দেয় এমন হিংসাশ্রয়ী সিনেমা, টেলিসিরিয়াল, ম্যাগাজিন, পত্রপত্রিকার ওপর সরকার নজর রাখুন, প্রয়োজনে বন্ধ করুন। বহু বাংলা টেলিসিরিয়ালেও অবৈধ সম্পর্ক আর অপরাধকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে। ব্যবসায়িক তাড়না আর সস্তা জনপ্রিয়তার কারণে সিরিয়ালগুলি দিনের পর দিন ঘরে ঘরে পৌঁছলেও কিশোর–কিশোরী, টিনএজার এমনকী প্রাপ্ত বয়স্কদের মনেও হিংসা ও অবৈধ প্রবণতার বীজবপন করে চলেছে। সমাজে কমবেশি প্রভাব পড়ছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হিংসা ও অবৈধ কাজকর্মের প্রতি আসক্তি এ কারণে বেড়ে চলেছে এবং কখনও কখনও সংবাদ হয়ে উঠেও আসছে। রাজ্যে অপরাধ কমাতে প্রয়োজনে হিংসাপূর্ণ সিনেমা, অপরাধী আর অবৈধ সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে তৈরি সিরিয়াল আর অশ্লীল পত্রপত্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারীকরণ।

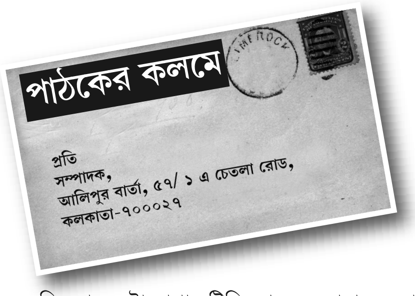


## মরুভূমি বাঁচান, দেশ বাঁচান

সে দিন রাত ৮টা নাগাদ টিভি চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ নিউজ টাউম চালু করলাম। পরিবেশ নিয়ে এক অনুষ্ঠানে একজন ব্যক্তি বলছেন সরকার বৃষ্টি বন্ধ করে দিচ্ছে। আমার অবাক লাগল। সরকার বৃষ্টি বন্ধ করে কীভাবে? লোকটা কি পাগল না কি। মনযোগ দিয়ে আলোচনাটা শুনতে লাগলাম। আর উনি বার বার বলতে লাগলেন মরুভূমি বাঁচান, দেশ বাঁচান মরুভূমি না বাঁচলে দেশ বাঁচবে না, দিনে দিনে তাপমাত্রা এলোমেলো হবে, চাষবাস হবে না, খাদ্য সঙ্কট দেখা দেবে। সেখানে বৃষ্টি হবার সেখানে বৃষ্টি হবে না কোথাও অতি বৃষ্টি হয়ে সমস্ত কিছু নষ্ট করবে। একজন বৃক্ষ বিশারদ ছিলেন, সঞ্চালক ছিলেন, আর একজন ইকনমিষ্ট ছিলেন। সব শুনে আমার মধ্যে একটা চিন্তা বার বার আসতে লাগল সত্যিই তো আমাদের গ্রাম বাংলায় তো গরমের দিনে এতো গরম লাগত না, সময় মতো বৃষ্টি হত, শীতকাল বলে কিছু বোঝা যেত। এখন শীতও যেন আসব কি আসব না করে। পরে জানলাম ওই বক্তার নাম দুর্গাদাস সরকার আর দিনটা ছিল বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এরকম আলোচনা প্রতিদিন হওয়া উচিত। টিভি মারফৎ সারা পৃথিবীতে সাড়া ফেলে দেওয়া উচিৎ।

**সত্রাজিৎ ব্যানার্জি, কসবা, কলকাতা।**

## অমৃতকথা

২৫৮। যাত্রাতে যেমন মায়ামৃগ আসে, তার ভেতর কিন্তু মানুষ থাকে। এই সংসারে সেইরকম সবাই মানুষের খোল নিয়ে এসেছে, কিন্তু কারও ভেতরে বাঘ, কারও ভেতরে ভাল্লুক এবং কারও ভেতরে সাপ আছে।

২৫৯। প্রশ্ন – সন্ন্যাস গ্রহণ করবার উপযুক্ত অধিকারী কে?
উত্তর – তাল গাছে উঠে যে হাত–পা ছেড়ে পড়তে পারে সেই সন্ন্যাস নেবার যোগ্য।

২৬০। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গতে হয়। জ্ঞান–ভক্তি রূপ তেল মেখে সংসারে কাজ করতে হয়।

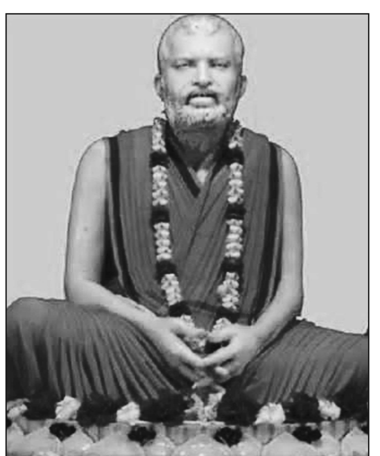

২৬১। লোকের ভালো মন্দ কথাকে মনে করবে 'কাক কোন্দলবৎ'।

২৬২। কোনও সময়ে পরমহংসদেব বলেছিলেন যে, সচ্চিদানন্দ সাগরে আমি যেন মীন হয়ে রয়েছি।

২৬৩। সাপের সম্মুখে ভেক নাচাইবে, সাপে না ধরিবে তায়
অমিয় সাগরে সিনানা কবিরে, কেশ না ভিজিবে তায়।

২৬৪। একজন সাধু দিনরাত একটা ঝাড়ের কলম হতে করে দেখতেন আর হাসতেন। সেই কাঁচের কলমের ভেতর দিয়ে লাল নীল রং দেখা যায়, কিন্তু সে সবই মিথ্যা। তেমনি এই জগৎ সত্য বোধ হচ্ছে কিন্তু এসবই মিথ্যা এই ভেবেই তিনি হাসতেন।

২৬৫। একজন বললে, 'স্বভাব কখনও যায় না।' অপর একজন বলল, 'অগুনে প্রবেশ করলে কয়লার ময়লা যায়।'
পরমহংসদেব বললেন, 'আঙরা হোলে আর কয়লাত্ব থাকে না, ছাই হয়ে যায়।'

২৬৬। রসুন যে বাটিতে গোলা যায় বহু বার মাজলেও সে বাটির গন্ধ যায় না। আমিত্বও সেই রূপ পাজী জিনিস, গিয়েও যায় না।

২৬৭। ঘুঁটি সব ঘরে না ঘুরলে চিকে ওঠে না। যুগ বেঁধে চিক উঠলে আর কেউ কিছু করতে পারে না, নয় তো যেই পাকা ঘুঁটি হবে অমনি কাটা যাবে। সংসারে সেইরকম ঈশ্বরের সঙ্গে যে যোগ করে থাকতে পারে সেই নিরাপদে থাকে নতুবা সকল সময়েই বিপদের আশঙ্কা।

*শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণপরমহংসদেব*

**যাওয়া আসার পথে–পথে**

## এক ছাত্রী এবং তাঁর শিক্ষিকা

**দীপককুমার বড় পণ্ডা**

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে কেন তার বাড়ির কাছের স্কুলে পড়ে না, সে কেন পাঁচ কিলোমিটার দূরে পড়তে যায়। সে উসখুশ করেছিল। গুটুসুটি মেরে দাঁড়িয়েছিল। হাতের আঙ্গুলের নখ ঘসলি মাথা নিচু করে। আবারও জানতে চেয়েছিলাম। তখন সে কিছু বলেনি। ওর বাবা বলেছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর। 'ও আগে যে স্কুলে পড়ত, সেটা যখন তখনো বন্ধ হয়ে যেত, ভাল লাগেনি আমার মেয়ের। একদিন সব থেকে কষ্ট পেয়েছিল, যেদিন স্কুল বন্ধের কারণে তার প্রিয় বাংলার দিদিমণি ভেঙে পড়েছিলেন। বাড়ি ফিরে ও সারাদিন খায়নি।' জিজ্ঞেস করলাম,

– তোমার দিদিমণি প্রিয় না বাংলা বিষয়টা প্রিয়?

ও হকচকিয়ে গেল। ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, কী উত্তর দেবে। আবার ওর বাবা ওকে সাহায্য করেন। বলেন,

– বাংলা পড়ান যে দিদিমণি তিনি ওর প্রিয়। অবশ্য দিদিমণিকে ভালবাসা থেকে বিষয়টাকেও সে ভালবাসে এখন।

সাধারণভাবে এটাই হয়, যে শিক্ষক–শিক্ষিকাকে ছাত্র–ছাত্রীরা পছন্দ করে, ওঁর বিষয়টাকেই ওদের ভাল লাগে। এক্ষেত্রেও তাই–ই হয়েছে।

ওদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ঠাকুরপুকুর থ্রি–এ বাসস্ট্যান্ডে। ওরা আমার এক শিল্পী–বন্ধুর পরিচিত। কিন্তু স্কুল যখন তখন কেন বন্ধ হত, এই প্রশ্নটা মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আসলে স্কুল, স্কুল–এর ছাত্র–ছাত্রী, শিক্ষক–শিক্ষিকা আমার খুব কৌতূহলের বিষয়। আমার এক সহযাত্রী শিক্ষক বলেছিলেন, 'বুঝলেন, আমরা অনেকে বাইচান্স শিক্ষক। অন্য কিছু হতে হত হয়ত, রেলের গ্রুপ ডি থেকে মিসেলেনিয়াস সার্ভিস, কোনওটাই বাদ দিইনি, কিছুদিন সেলস–এর কাজও করেছি। এখন মাষ্টার হয়ে গিয়েছি। আমার ভালই লাগে না পড়াতে। কিন্তু কী করব, চাকরিটাতো করতে হবে!' একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল সেই সহযাত্রী শিক্ষকের।

এই বাইচান্স শিক্ষক–শিক্ষিকা দেখতে দেখতে খানিকটা ক্লান্তিতে যখন আচ্ছন্ন, সেইসময় একটা দিদিমণির প্রতি তাঁর ছাত্রীর ভাললাগার কথা শুনে বিস্মিত হই। ভালও লাগে, বিষয়টা জানতে ইচ্ছে করে। কথায় কথায় ততক্ষণে মেয়েটির নাম জেনেছি, সুস্মিতা। খানিকটা ভাবও হয়েছে তার সঙ্গে। এরমধ্যে একের পর এক বাস বেরিয়ে গিয়েছে, আমরা সেই বাসগুলোয় যাইনি।

সুস্মিতা সেদিন অনেক কথা বলেছিল। সব কথা বলে সে যেন হাল্কা হতে চায় আজ। সে তার ভাললাগা দিদিমণিদের কথাও শুনিয়েছিল আপন মনে। আমরা বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েই অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম।

সুস্মিতা হঠাৎ বলল, 'ওই স্কুলের মাষ্টারমশাইগুলো, বড় বড় ছেলেগুলো আমাদের মাঝেমাঝেই হয়রানি করত। এতে আমাদের দিদিমণিদের খুব দুঃখ হত। তবে, বাংলার দিদিমণি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। আমাদের সাথ দিতেন। কিন্তু সেদিন আর পারলেন না। হেরে গেলেন। বাড়ি থেকে এসেও সেদিন সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ফেরৎ যেতে হয়েছিল' বিষয়টা বুঝতে পারলাম না। একটু খোলসা করে বলতে বলি।

এবার ও প্রথম থেকে বলল। ওদের স্কুল বাড়িতে দুটো হাইস্কুল চলে। সকালে মেয়েদের, আর ১১টার পর ছেলেদের। দুপুরে ছেলেদের সঙ্গে অবশ্য মেয়েদের পড়ানো কোনও বাধা নেই। তাও মেয়েরা সকালেই আসে পড়তে, তারা তাদের দিদিমণিদের ভালবাসে। নিজেদের মতন করে একটা পরিবেশ তৈরি হয়। একদিন মেয়েদের স্কুলে বাৎসরিক পরীক্ষা। সবাই এসে জড়ো হল স্কুলে। কারও কপালে চন্দনের টিপ, কারওবা দই–এর। মুখে চোখে পরীক্ষার টেনশন। কিন্তু দুপুরের স্কুলের মাষ্টারমশাইরা গেটে দাঁড়িয়ে ওই মেয়েদেরকে স্কুলে ঢুকতে দিলেন না। বললেন, 'আজ আমাদের স্কুলে বাইরের ছেলে–মেয়েরা চাকরির পরীক্ষা দেবে। তোমরা বাড়ি ফিরে যাও।' দিদিমণিরা বললেন,

–আপনারা আগে জানাননি কেন?

দুপুরের স্কুলের এক মাষ্টারমশাই বললেন, 'আমরা বিষয়টা আগে খেয়াল করিনি।'

দিদিমণিরা বিষয়টাকে অত হাল্কাভাবে দেখলেন না। তাঁরা দুঃখ পেলেন, অপমানিত বোধ করলেন, এর কোনও রেশ পৌঁছল না দুপুরের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কঠিন হৃদয়ে। তাঁরা জানলেন না কিশোরী মেয়েগুলির ব্যথার কথা।

সুস্মিতা এতক্ষণে অনেক সহজ হয়েছে। সেদিন সে বলেছিল, তার প্রিয় দিদিমণির কথা, যাকে ছেড়ে সে এখনও নতুন স্কুলে মানিয়ে নিতে পারেনি। নতুন স্কুলের দিদিমণিরা যে খারাপ সেটা সে বলতে চায় না, কিন্তু তার বাংলার পুরনো দিদিমণি – যিনি বুদ্ধদেব বসু, জয় গোস্বামী গড়গড় করে মুখস্ত বলে যান, যিনি রবীন্দ্রনাথ–শরৎচন্দ্র সহজ করে বুঝিয়ে দেন, যিনি স্বপ্ন দেখেন গরিব গাঁয়ের মেয়েরাও তাদের অধিকার নিয়ে বাঁচবে, স্বামীর হাতে অত্যাচারিত হবে না, অন্তত পরিবারে মাথা উঁচু করে বাঁচবে – তাঁকে ভোলে কী করে! সুস্মিতা বলেছিল, জানো, এই দিদিমণিকে আমাদের সবাই ভালবাসে। আমরা যা বুঝতে পারতাম না, স্কুল ছুটির পরও দিদিমণি আলাদা করে তা বুঝিয়ে দিতেন। সুস্মিতা এবার আরও উল্লসিত হয়, বলে আমাদের বাংলার দিদিমণি ক্লাসে সব মেয়ের নাম এবং রোল নম্বর জানেন। স্কুল কামাই করলে, আলাদা করে ডেকে জানতে চাইতেন বাড়িতে কোনও অসুবিধা হয়েছে কিনা।

**বড় বড় ছেলেগুলো আমাদের মাঝেমাঝেই হয়রানি করত। এতে আমাদের দিদিমণিদের খুব দুঃখ হত। তবে, বাংলার দিদিমণি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। আমাদের সাথ দিতেন। কিন্তু সেদিন আর পারলেন না। হেরে গেলেন।**

মফঃস্বলে বা গ্রামের মেয়েরা নিজের অসুবিধা ছাড়াও বাড়ির নানা অসুবিধার কারণে স্কুলে আসে না। সেই কারণের মধ্যে থাকে বাড়িতে চাল না থাকা, অর্থাৎ স্কুল আসার সময় বাড়িতে খাবার থাকে না, মায়ের শরীরটা ভাল নেই, তাই বাড়িতে রান্না কিংবা ঘর–সংসারের অন্যান্য কাজ করতে হয়েছে। খাতা কিংবা বই নেই, অথবা অংক–ইংরেজি ক্লাসের দিদিমণির পড়া হয়নি প্রভৃতি নানা কারণ। তাই হয়ত বাংলার দিদিমণি আলাদা করে জানতে চান, যাতে কারও মানে না লাগে। বুঝতে পারি, এরকম দিদিমণিকে ভোলা মুশকিল।

ভুলতে সে চায় না। তাই তো সে বারে বারে ফিরে এসেছে তার পুরনো স্কুলে। কিন্তু আজও সে দিদিমণিকে পেল না, দিদিমণির মোবাইল ফোন খারাপ, তাই সুস্মিতা জানতে পারেনি তার প্রিয় দিদিমণি আজ আসবেন কি না।

চলে এসেছিল মনের জোর নিয়ে। ভেবেছিল, আজ দেখা হবেই। বড় দিদিমণি বললেন, 'আজ বাংলার দিদিমণি আসবেন না। স্কুলের কাজে বাইরে গিয়েছেন।' সবার অলক্ষ্যে সুস্মিতার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়েছিল।

কোনও কোনও সময় ঘটে যাওয়া এই ঘটনাগুলো বাসে–ট্রেনেই লিখে রাখি। জামার পকেট থেকে পুরনো কাগজ ফেলতে গিয়ে দেখলাম, মাঝেরহাট–এয়ারপোর্ট লোকাল ট্রেনে বসে একদিন যে ছোট্ট নোট লিখেছিলাম, সেটা আজ অনেক কথা বলছে, সেই নোটেই সুস্মিতা আর তার দিদিমণির কথা ছিল। আর ছিল সেই দিদিমণির মোবাইল নম্বর। সুস্মিতা সেটা দিয়ে বলেছিল, দিদিমণিকে আমার কথা বলো। সুস্মিতার কথা জানাতে ইচ্ছে করল দিদিমণিকে। ফোন করলাম। দিদিমণিকে সুস্মিতার কথা বললাম। সেদিন তিনি অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়েছিলেন সুস্মিতার খোঁজ পেয়ে।

## রাজ্য রাজনীতি

# সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়াচ্ছে সিন্ডিকেট নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা:** সম্প্রতি রাজ্য জুড়ে সিন্ডিকেট নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষ সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ছে। গত শনিবার দমদমে সিন্ডিকেট দখল নিয়ে তৃণমূলের তিন গোষ্ঠীর সংঘর্ষে প্রথম বলি হলেন সোমনাথ সাধুখাঁ। তাঁর বাড়ির লোকজন সরাসরি অভিযোগ করেছেন, তৃণমূলের অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। সোদপুরেও সাইকেল গ্যারেজের দখল রাখাকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন তৃণমূলের বাপ্পা বল। নিউটাউন, রাজারহাট, বারাসত, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলেও তৃণমূলের গোষ্ঠীসংঘর্ষ অব্যাহত। শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায় যেখানে যেখানে নতুন ঘরবাড়ি, কলেজ বা কোনও প্রকল্প চলছে, সেখানেই শুরু হয়ে যাচ্ছে সিন্ডিকেট। বর্তমানে সিপিএম কংগ্রেস ব্যাকফুটে থাকায়, শাসক তৃণমূলের নেতা–জন প্রতিনিধিরা কেউ প্রত্যক্ষভাবে, কেউবা পরোক্ষভাবে সিন্ডিকেট ব্যবসায় মদত দিচ্ছে।

মুনাফা নিয়ে গরমিল হলেই দেখা দিচ্ছে গোষ্ঠীর লড়াই। বাম জমানার প্রমোটার মস্তানরাও এই সিন্ডিকেট ব্যবসায় ঢুকে পড়ছেন, কোনও তৃণমূল নেতার ছত্রছায়ায়। এলাকায় এলাকায় যে যার ব্যবসা মজবুত করতে একই দলের অন্য নেতাদের কোনঠাসা করতে নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছেন নেতারা, যার ফলে ক্রমশই বোমাবাজী, মারধর, লুটপাট শুরু হচ্ছে।

বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ মানুষও তৃণমূলের এই গোষ্ঠী সংঘর্ষে বিরক্ত এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

জনপ্রতিনিধিরা সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ আর পূর্বের ন্যায় শুনছেন না। অনেক আশা করে যারা রাজ্যে 'পরিবর্তন' এনেছিল তারাও তৃণমূলের কীর্তিকলাপ দেখে হতাশ। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক মুকুল রায় বলেছেন, যারা সিন্ডিকেটের সঙ্গে জড়িত তাদের দল থেকে ছেঁটে ফেলা হবে। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, নব্য তৃণমূলীরাই সিন্ডিকেট ব্যবসায় জড়িত, তারাই গণ্ডগোল করছে। কিন্তু প্রশ্ন হল নব্য হোক আর পুরনো হোক, দলকে সিন্ডিকেট মুক্ত করতে পারবেন কি শীর্ষ নেতারা? কারণ, সরষের মধ্যেই তো ভূত লুকিয়ে আছে।

## রাজনীতির কড়চা

### বিজেপি'র সওয়াল

শিব সেনার সমর্থকরা চাইছেন উদ্ধব ঠাকরে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হোন। একসময়ে মুখ্যমন্ত্রী ও মহারাষ্ট্রের প্রবীন বিজেপি নেতা মনোহর যোশি শিব সেনাদের এই ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন।

### আপের নালিশ

আম আদমি পার্টি গত বুধবার একটি টুইটে তাদের দিল্লির বিধায়কদের বিজেপি দল ছাড়তে লোভ দেখাচ্ছে বলে নালিশ জানিয়েছে। আপ অবশ্য জানিয়েছে তাদের বিধাকরা এই লোভকে উপেক্ষা করে প্রত্যাখ্যান করেছে।

### কংগ্রেস ছেড়ে দাস

অন্ধ্রপ্রদেশের যেসব কংগ্রেস নেতা গত লোকসভার আগে কংগ্রেস ছেড়ে অন্য দলে যোগ দিয়েছেন তাদের অবস্থা এখন ক্রীতদাসের মতো। গত মঙ্গলবার অন্ধ্রপ্রদেশের কংগ্রেস কমিটি এই মন্তব্য করেছে।

### বিহারী বন্ধুত্ব

এতদিন জল্পনা ছিল, মুখের কথায় ছিল। এবার প্রকাশ্যে লালুর আরজেডি নীতিশের জেডিইউকে সমর্থনের কথা জানিয়ে দিল। সাম্প্রতিক রাজ্যসভা ভোটে লালুর সমর্থন নীতিশকে।

বিহারে বিজেপির সাফল্য দুই হেরো লালু ও নীতিশকে কাছে নিয়ে আসছে বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

### নুডল্‌স নয়

মূল্যবৃদ্ধি গত পাঁচ মাসে আকাশ ছুঁয়েছে। ফের নাকি আলু পেঁয়াজের দাম বাড়তে চলেছে। ইতিমধ্যেই অরুণ জেটলি মজুতদারদের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। গুদামে হানা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা সিদ্ধার্থ নাথ সিং বলেছেন, এটা চটজলদি নুডল্‌স নয়। বিভিন্ন কড়া পদক্ষেপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আসতে সময় লাগবে। তবে মূল্যবৃদ্ধি কমাতে বিজেপি প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

## দেশদেশান্তরে

# মহিলাদের নিরাপত্তা: পিছিয়ে ৭ রাজ্য

**বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি:** কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং গত ১৭ জুন এখানে তাঁর মন্ত্রকের কেন্দ্র–রাজ্য ডিভিশনের কাজকর্ম পর্যালোচনা করেন। মহিলাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত একাধিক বিষয়, ক্রিমিনাল ট্র্যাকিং নেটওয়ার্ক, সাইবার অপরাধ ও সংশোধনাগারগুলির আধুনিকীকরণের বিষয়ে শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকরা শ্রী সিংকে অবহিত করেন। অপরাধ ও অপরাধী নেটওয়ার্ক ট্র্যাকিং ব্যবস্থার অগ্রগতি পর্যালোচনার সময় দেখা যায় যে, বেশ কিছু রাজ্যে প্রকল্পটি রূপায়ণে উন্নতি ঘটলেও অরুণাচল প্রদেশ, বিহার, গোয়া, হরিয়ানা, লাক্ষাদ্বীপ, মণিপুর ও রাজস্থানের মতো রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি এখনও পিছিয়ে রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি ব্যক্তিগতভাবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখমন্ত্রী ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসকদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে শ্রী সিং জানান। মহিলাদের ওপর অপরাধ – নির্ভয়া তহবিল প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনার সময় জানানো হয় যে, বিপদগ্রস্ত মহিলাদের কাছ থেকে কল পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গত ৪ ফেব্রুয়ারি অনুমোদন করে। প্রস্তাবিত এই প্রকল্পটি সুনির্দিষ্ট ১১৪টি শহরে রূপায়িত হবে। প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্বের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সিদ্ধান্ত হয় যে, দ্রুততার সঙ্গে প্রকল্পগুলির রূপায়ণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে প্রকল্পগুলির পর্যালোচনাতেও তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সাইবার অপরাধ প্রকল্পগুলির পাশাপাশি তিনি দশের সংশোধনাগারগুলির অবস্থার উন্নতি সাধনের বিষয়টিও পর্যালোচনা করেন এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংশোধনাগারগুলির আধুনিকীকরণ প্রকল্পগুলি রূপায়ণের জন্য বলেন।

### ৪০ ভারতীয় কোথায়?

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** সন্ত্রাস কবলিত ইরাকি শহর মোসুল গত ১০ জুন দখল করেছে ইসলাম জঙ্গিরা। এরই মধ্যে ওই শহরে থাকা ৪০ জন ভারতীয়র কোনও খোঁজ মিলছে না। তাদের সঙ্গে যোগাযোগও করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ভারতীয় সরকারি আধিকারিকরা।

### ধরা পড়ল আবু

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ২০১২ সালে ঘটা লিবিয়ার বেনগাজির আমেরিকার কুটনৈতিক দফতরে হামলার মূল পাণ্ডা আহমেদ আবু খাট্টালাকে অবশেষে ধরল আমেরিকার বিশেষ তল্লাশি দল। নিউইয়র্ক ডেলি এই খবর দিয়ে জানিয়েছে, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আবুকে ধরতে পারছিল না কেউ। অবশেষে এক গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সাফল্য এল।

### কাপ দর্শনে বোমা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** নাইজেরিয়ায় এক অভূতপূর্ব ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উত্তর–পূর্ব নাইজেরিয়ার এক জায়গায় ফুটবল বিশ্বকাপের খেলা দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন বেশ কিছু মানুষ। সেখানেই ঘটল বোমা বিস্ফোরণ। গত মঙ্গলবার এই ঘটনা ঘটে। এখনও তেমন কোনও সূত্র না মিললেও জোর তল্লাশি শুরু হয়েছে।

### অখিলেশ মন্ত্রীসভায় বদল

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** নানা ইস্যুতে এখন উত্তাল উত্তরপ্রদেশ। কাঠগড়ায় মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব।

তারই ছায়া পড়ল মন্ত্রীসভায়। গত মঙ্গলবার রাতে এক 'জুনিয়র' মন্ত্রীকে বহিস্কার করলেন অখিলেশ। এছাড়াও ১১ জন মন্ত্রীর দফতর বদল হয়েছে যার মধ্যে ৯ জন পূর্ণ মন্ত্রী।

### দাম বাড়ছে, মজুতদার ঠেকাও

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** দাম বাড়ছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের। গত মে মাসে মূল্যবৃদ্ধির হার ঊর্ধ্বমূখী। তৎপর হল কেন্দ্র।

মজুতদারদের জন্যই এই অবস্থা বলে জানা গিয়েছে। অভিযান হবে তাদের গুদামে। এর সঙ্গে রাজ্যকে সরাসরি কৃষক দ্বারা বিক্রির ব্যবস্থা করতে বলেছে কেন্দ্র।

## বিশ্ব মেরুকরণ প্রতিরোধ দিবসে মন্ত্রীর ভাবনা

# ভূমিক্ষয় রোধে কাজ করতে হবে একসঙ্গে

**পিআইবি:** কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর বলেছেন যে, একটি অভিন্ন রূপায়ণ কৌশল নিয়ে যদি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রক, কৃষি মন্ত্রক, জলসম্পদ মন্ত্রক এবং ভূমিসম্পদ দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ অংশীদাররা একযোগে কাজ করে তাহলে ২০৩০ সাল নাগাদ ভারতে ভূমিক্ষয়ের অবলুপ্তি ঘটানো সম্ভব। এই উদ্দেশ্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকলকে একটি পরিকল্পনা রচনার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে যা সকলের উদ্বেগের নিরসণ ঘটাবে। 'বিশ্ব মেরুকরণ প্রতিরোধ দিবস' উপলক্ষে গত ১৭ জুন নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রক আয়োজিত এক কর্মশিবিরের উদ্বোধন করে প্রতিনিধিদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে গিয়ে শ্রী জাভড়েকর একথা বলেন। তিনি আরও বলেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের পাশাপাশি মেরুকরণ ও জীববৈচিত্র্যের অবলুপ্তিও ধারাবাহিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ। ভূমিকে মেরুকরণ থেকে রক্ষা করতে হবে অথবা ভূ–দৃশ্যের ভিত্তিতে সুসংহত ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনার মাধ্যমে পূর্বাবস্থায় তা ফিরিয়ে আনতে হবে। মহারাষ্ট্রে ১১টি জলবিভাজিকা প্রকল্পে কাজ করার প্রেক্ষিতে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছে যে সমবেত প্রয়াস ভূমিকে মেরুকরণ হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরও বলেন যে, ভারতে ভূমিক্ষয়ের অবলুপ্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে সমন্বয়সাধন খুবই জরুরি। দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে পতিত জমির পুনরুদ্ধারের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে এবং তা বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সমৃদ্ধ করে তোলে বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। ভারতে ভূমিক্ষয়ের অবলুপ্তির ধারণাটি প্রচারে মন্ত্রকের উদ্ভাবনমূলক পদ্ধতি গ্রহণের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

কর্মশিবিরে তৃণমূলস্তরে ভূমিক্ষয় রোধে উদ্ভাবনমূলক প্রয়াস গ্রহণকারী অগ্রণী ব্যক্তিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রতিবছর ১৭ জুন দিনটি 'বিশ্ব মেরুকরণ প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে উদযাপিত হয়ে থাকে। মেরুকরণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদে একটি স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে ভারতেও ১৯৯৫ সাল থেকে এই দিনটি উদযাপিত হয়ে আসছে।

### নদী বাঁচাতে গাছ

**পিআইবি:** কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রী শ্রীমতী উমা ভারতী গত ১৭ মে নদী বাঁচাতে দেশ জুড়ে একটি বৃক্ষরোপণ অভিযান ও জনসচেতনতা কর্মসূচির সূচনা করেন। কেদারনাথে বিপর্যয়ের শিকার ব্যক্তিদের স্মৃতিতে যমুনা নদীর তীরে তিনি চারাগাছ রোপণ করেন। এই উপলক্ষ্যে শ্রীমতী ভারতী বলেন যে, ব্যাপক চারাগাছ রোপণ নদীগুলির তীরবর্তী অঞ্চলকে যেমন মজবুতী প্রদান করবে, তেমনই বন্যা এবং ভূমিক্ষয়ের সম্ভাবনাও হ্রাস করবে। একই ধরণের কর্মসূচি গঙ্গোত্রী, হরিদ্বার, কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী, পাটনা, নবদ্বীপ ও গঙ্গাসাগরেও গ্রহণ করা হয়।

### গোয়া টু ব্রাজিল

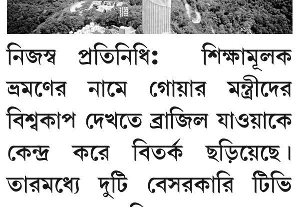

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** শিক্ষামূলক ভ্রমণের নামে গোয়ার মন্ত্রীদের বিশ্বকাপ দেখতে ব্রাজিল যাওয়াকে কেন্দ্র করে বিতর্ক ছড়িয়েছে। তারমধ্যে দুটি বেসরকারি টিভি সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, এর আগেও গোয়ার বহু মন্ত্রী শিক্ষা ও ব্যবসায়িক চুক্তির নামে দেশ–বিদেশ ঘুরে বেরিয়েছেন। ঘৃতাহুতি হয়েছে বিতর্কে।

## অন্য খবর

# মারাদোনার কপাল খারাপ

*মারাদোনার দিন সত্যিই ভালো যাচ্ছে না। মহেশতলার এই ফাঁকা জায়গায় মারাদোনাকে এনে অনেক নাচা–কোঁদা করে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল মারাদোনার নামে স্টেডিয়াম হবে। পাশেই ইডেন সিটি হয়েছে বটে, কিন্তু স্টেডিয়ামের সেই ফলকটিও আর নেই, স্বপ্ন তো চুলোও গেছে। ছবি: অরুণ লোধ*

# পাশে থেকো...

*গত ১৪ জুন মোহরকুঞ্জে হেল্প এজ ইন্ডিয়া আয়োজিত একটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম–এ সংস্থার টেরিটরি হেড শর্মিলা মজুমদার সমাজের সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, বয়স্ক নাগরিকদের প্রতি সম্মান জানানোর মধ্যে দিয়ে আমাদের সমাজকে শ্রদ্ধা জানানো সেরা মাধ্যমের কথা। অনুষ্ঠানে বয়ঃনাগরিক সংগঠন সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন। শ্রী তাপস।*

### মুণ্ডের মৃত্যু রহস্য

কেন্দ্রে নতুন বিজেপি সরকারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার কয়েকদিন পরেই ৩ জুন গোপীনাথ মুণ্ডের মৃত্যু নিছক দুর্ঘটনা কিনা খতিয়ে দেখবে সিবিআই–এর এক বিশেষ অপরাধ দমন দল। ইতিমধ্যেই তারা কাজ শুরু করেছে।

### আচ্ছে দিন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতিধ্বনি করল পাকিস্তান। মোদির সুরে সুর মিলিয়ে তারা বলেছে, 'আচ্ছে দিন আ র‍্যাহে হ্যায়'। আর এই আচ্ছে দিন আসবে ভারত–পাকিস্তান যৌথ বন্ধুত্বে। পাকিস্তানের এই শুভ ইঙ্গিত ওই দেশের ভারত বিরোধী জঙ্গিরা কীভাবে নেবে সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

### আম ক্ষোভ

সম্প্রতি ভারতীয় আম নিষিদ্ধ করেছে ইউরোপীয়ন ইউনিয়ন। এতে বেজায় খেপেছেন কৃষি মন্ত্রী রাধা মোহন। ব্রিটিশ হাই কমিশনারের সঙ্গে এক সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে পর্যন্ত আম নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী।

**যাত্রা শিল্পীদের জন্য অভিনয় শিক্ষণ কর্মশালা**

**আয়োজক: পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি**

**তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার**

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের যাত্রা শিল্পীদের নিয়ে ১০ দিনের একটি কর্মশালা জুলাই, ২০১৪তে পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, ৭৬/১, বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০৩ এই ঠিকানায় আয়োজন করা হবে।

নিম্নলিখিত তথ্যাবলী ও সাম্প্রতিক সময়ের এক কপি পোস্টকার্ড সাইজের ফটোসহ সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে।

(১) নাম (বাংলা ও ইংরেজি হরফে) :
(২) পিতা/মাতার নাম :
(৩) ঠিকানা (জেলা, মহকুমা ও ফোন নম্বর সহ) :
(৪) বয়স (ভোটের সচিত্র পরিচয়পত্র বা অন্য কোনও নথির প্রত্যয়িত নকলসহ) :
(৫) তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত অন্য কোনও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করলে তার বিবরণ :
(৬) আবেদনকারীর হলফনামা : উপরের উল্লেখিত তথ্যাবলী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য
(৭) আবেদনকারীর স্বাক্ষর :

আবেদনপত্রটি সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমি, ৭৬/১, বাগবাজার স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০০৩, দূরভাষ : ০৩৩২৫৩০৪৫৬২ এই ঠিকানায় পাঠাতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার বা পৌঁছনোর শেষ তারিখ ৩০ জুন, ২০১৪। জমা পড়া আবেদনপত্রগুলি বাছাইয়ের পর চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হবে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কর্মশালা সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার পশ্চিমবঙ্গ যাত্রা আকাদেমির থাকবে।

৭৮২(৫)/জে.ত.স.দ./২৪ পরঃ(দঃ)/২০/০৬/২০১৪

## সীমানা ছাড়িয়ে

# দেবভূমির অন্তরমহলে

সুজিত চক্রবর্তী

### নন্দপ্রয়াগ–কর্ণপ্রয়াগ

জোশীমঠ থেকে রুদ্রপ্রয়াগের পথে ৬৯ কিলোমিটার দূরে পড়ে নন্দপ্রয়াগ আর তারও ১৮ কিলোমিটার দূরে পড়ে কর্ণপ্রয়াগ। সকাল ন'টার মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম ৫৮ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে নন্দপ্রয়াগের দিকে। নন্দপ্রয়াগ উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার একটি ছোট্ট জনপদ। সঙ্গমের কাছে একটি গোপালের মন্দিরে স্থানীয় লোকেরা ছাড়া তীর্থযাত্রীরাও পূজো দিয়ে থাকে। নন্দপ্রয়াগ অলকানন্দা ও নন্দাকিনী নদীর সঙ্গম স্থল। নন্দাকিনী নদীর সৃষ্টি নন্দাদেবী শৃঙ্গের পাদদেশ থেকে। সমুদ্রতল থেকে ৩০০০ ফুট ওপরে এই সঙ্গম। পৌরাণিক গ্রন্থ অনুযায়ী ভগবান বিষ্ণু এই রাজ্যের রাজা নন্দকে তার পুত্র হয়ে জন্মাবেন বলে বরদান করেছিলেন। কিন্তু এই একই বর তিনি আবার মথুরার রাজা কংসের বোন দেবকীকেও দিয়েছিলেন। ফলে এক বিরাট সমস্যার উদয় হয় আর সেই সমস্যার সমাধান ভগবান বিষ্ণু নিজেই করে ফেলেন দেবকীর গর্ভে জন্ম নিয়ে আর নন্দ রাজার স্ত্রী যশোদার কাছে লালিত পালিত হয়ে। এরকম আরও অনেক কাহিনী জুড়ে আছে এই নন্দপ্রয়াগের সঙ্গে। হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস এই প্রয়াগে স্নান করলে সব পাপ ধুয়ে যায়। তাই চারধাম যাত্রীদের প্রত্যেকে তাদের যাত্রাপথে এই সঙ্গমে স্নান করে যান। আমরাও স্নান ও খাওয়াদাওয়া করে রওনা দিলাম কর্ণপ্রয়াগের দিকে।

কর্ণপ্রয়াগ অলকানন্দা নদীর সঙ্গে পিন্ডার নদীর সঙ্গমস্থল। পিন্ডার নদীর উৎপত্তি হিমালয়ের পিন্ডারি হিমবাহ থেকে। সমুদ্রবক্ষ থেকে ৪৮০০ ফুট ওপরে অবস্থিত এই সঙ্গম। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ তার গুরুভাই স্বামী তূর্যানন্দ এবং স্বামী অখরানন্দের সঙ্গে ১৮ দিন ধরে তপস্যা করেছিলেন। সঙ্গমের কাছে একটি মন্দিরে কর্ণ, শিব, পার্বতী এবং গণেশের বিগ্রহ দেখা যায়। মন্দিরটি শ্রী শঙ্করাচার্য পুনর্নিমাণ করেছিলেন। মহাভারতের কাহিনী অনুযায়ী কর্ণ এখানে তপস্যা করে সূর্যদেবের কাছ থেকে কবচকুন্ডল লাভ করেন। কথিত আছে যে কোনও একসময় এক জমিদার ভূলবশত বিস্তীর্ণ চারণভূমিতে একটি গো হত্যা করে বসেন, যা হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী এক গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। অপরাধী জমিদার তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য এক তীর্থযাত্রীর সহায়তায় ওই চারণভূমি ক্রয় করে ভগবান বদ্রীনাথকে উৎসর্গ করেন এবং এই ভূমি শুধুমাত্র গবাদি পশুদের চারণভূমি হিসেবেই ব্যবহৃত করা হবে বলে প্রতিজ্ঞা করেন।

কর্ণপ্রয়াগে প্রতি ১২ বছর অন্তর গাড়োয়নালের এককালীন রাজার বংশধরদের পৃষ্ঠপোষকতায় নন্দরাজ যাত্রা নামে একটি বিখ্যাত উৎসব হয়ে থাকে। ভারতীয় পর্যটক ছাড়াও বহু বিদেশি পর্যটক এই উৎসবে যোগ দিয়ে থাকেন। সঙ্গমের চারপাশে ঘুরে সন্ধ্যে ৭টা নাগাদ আবার জোশীমঠে ফিরে এলাম।

### রুদ্রপ্রয়াগ–দেবপ্রয়াগ

আজ আমাদের দেবভূমিতে বিচরণের শেষ দিন। সকাল ৭টায় জোশীমঠ থেকে বেরিয়ে সোজা ১২২ কিলোমিটার দূরে রুদ্রপ্রয়াগ। রুদ্রপ্রয়াগ মন্দাকিনী আর অলকানন্দা নদীর সঙ্গমস্থল। রুদ্রপ্রয়াগের সঙ্গে অনেক পৌরাণিক কাহিনী জড়িত আছে। কথিত আছে যে ভগবান শিব এখানে তার বিখ্যাত তান্ডব নৃত্য করেছিলেন যা থেকে সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের উদ্ভব হয়। শিবের আর এক নাম রুদ্র, আর সেই থেকে এই প্রয়াগের নাম রুদ্রপ্রয়াগ। পুরাণে আর এক জায়গায় লেখা আছে, মহর্ষি নারদ তার বীনা বাদনে এতই অহংকার পোষণ করতে শুরু করেছিলেন যে দেবতারা বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ভগবান কৃষ্ণের কাছে ছাতার এই অহংকার চূর্ণ করার জন্য অনুরোধ জানান। তাই কৃষ্ণ নারদকে একদিন ভগবান শিবকে তার বীনা বাদনের প্রশংসা করার কথা জানান। নারদে খুব গর্বিত হয়ে শিবের সঙ্গে দেখা করতে কৈলাস যাত্রা করে। পথে এই রুদ্রপ্রয়াগে তার সঙ্গে সঙ্গীতের রাগিণী কন্যাদের সঙ্গে দেখা হয়। রাগিণী কন্যারা এতই কুৎসিত দর্শন ছিল যে নারদ বিস্মিত হয়ে তাদের এই বিকৃত রূপের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রাগিণী কন্যারা জানায় যে নারদের অসঙ্গতিপূর্ণ বেসুরো বীনাবাদনই তদের এই বিকৃত রূপে পরিণত করেছে। এই কথা শোনার পর নারদের অহংকার চূর্ণ হয় আর সে শিবের কাছ গিয়ে সঙ্গীত সাধনার দীক্ষা নেয়। এই শহরটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০০ ফুট উপরে অবস্থিত। রুদ্রপ্রয়াগ ছেড়ে দেরাদুনের দিকে ৭০ কিলোমিটার দূরে দেবপ্রয়াগে এসে পৌঁছলাম। পঞ্চপ্রয়াগের এটাই শেষ প্রয়াগ। এখানে অলকানন্দা ভাগীরথীর সঙ্গে এসে মিলেছে। শোনা যায়, দেবপ্রয়াগের নাম হয়েছে দেব শর্মা নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মনের নামে যিনি এই সঙ্গমের পাশে বসে কঠিন তপস্যা করে ভগবান রামের বরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এছাড়া কথিত আছে শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণদের মধ্যে অন্যতম রাবণকে হত্যা করার পর এখানে এসে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন ভগবান রাম। আবার দশাবতারের কাহিনীতে বলা হয়েছে, এখানেই ভগবান বিষ্ণুর বামন অবতার দৈত্যরাজ বলির ইচ্ছানুসারে তার তিনটি পদক্ষেপ রাখার মতো ভূমি ভিক্ষা চেয়েছিলেন, আর যখন মাত্র দুই পদক্ষেপেই রাজ্যের সমস্ত ভূমি ভরে গিয়েছিল, তার তৃতীয় পদক্ষেপের জন্য বলিরাজ নিজের মাথা পেতে দিয়েছিলেন এবং বিষ্ণুর পদভারে পিষ্ট হয়ে বিনষ্ট হয়েছিলেন।

এই দুই নদীর চরিত্র একেবারে আলাদা। ভাগীরথী যেমন গভীর, দুরন্ত এবং গর্জনশীল আর অন্যদিকে অলকানন্দা তেমনই অগভীর, শান্ত এবং কল্লোলিনী। ভাগীরথীর জল স্বচ্ছ পরিষ্কার, অলকানন্দার জল একটু ঘোলা। সঙ্গমের মুখে দুই নদীর পাড়ে দুটো কুণ্ড, ভাগীরথীর পাড়ে ব্রহ্ম কুন্ড আর অলকানন্দার পাড়ে বশিষ্ঠ কুন্ড। কথিত আছে যে বশিষ্ঠ কুন্ডে স্নান করলে নাকি কুষ্ঠ রোগ সেরে যায়। সঙ্গমের একটু ওপরে একটা বহু পুরনো রাম মন্দির আছে, যাকে শ্রী রঘুনাথ মঠ বলা হয়। এই মন্দিরে একটা ১৫ ফুট উঁচু কালো গ্রানাইট পাথরে খোদিত রামের মূর্তি রয়েছে যেখানে ভক্তরা বিভিন্ন সময়ে পুজো দিয়ে থাকে। রাম নবমীতে এখানে খুব ধুমধামের সঙ্গে পুজো হয়।

শহর হিসেবে দেবপ্রয়াগ খুবই ছোট। সমুদ্রতল থেকে ২৭০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই শহরটি। বেশিরভাগ পর্যটকরাই তাদের যাত্রাপথেই দেবপ্রয়াগ দর্শন করে যায় আর থাকবার হলে হৃষিকেশ কিংবা হরিদ্বারেই থেকে যায়। ঘণ্টা খানেক দেবপ্রয়াগে কাটিয়ে ওপরে হালুইয়ের দোকানে খাওয়া-দাওয়া সেরে বেলা চারটে নাগাদ দেরাদুনে ফিরে আমাদের এই বারো দিনের দেবভূমি পরিক্রমা শেষ করলাম। (সমাপ্ত)

## শরীর নিয়ে কথা

# তীব্র গরম থেকে বাঁচতে জলই ভরসা

সৌমিতা চৌধুরী

বর্ষা আসার সময় হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আসি আসি করলেও দু-একদিনের নিম্ন চাপের বৃষ্টিতে সাময়িক স্বস্তি পেলেও গরমের প্রভাব একটুও কমেনি। সূর্যের তাপের অগ্নিবাণে সবার যেন নাজেহাল অবস্থা। তাপমাত্রার পারদ ৪০-৪১ ডিগ্রির নীচে যেন নামতেই চাইছে না। কিছুক্ষণ রোদে থাকলেই যেন মনে হয় সূর্য্যিমামার দাপটে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে একরাস ক্লান্তি আঁকড়ে ধরল। ঘরের পাখাটাও যেন মনে হয় ডিহাইড্রেশনে ভুগছে। কিন্তু তা বললে তো আর হবে না। পেটের দায় ও বিভিন্ন দরকারে মানুষকে কাজে বেরতেই হবে। এর মধ্যে নিজেদের সুস্থ রাখতে কিছু জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।

বেশি করে জল খান। বাইরে বেরোনের সময় জলের বোতল অবশ্যই সঙ্গে রাখুন। সারাদিন অন্তত ৪-৪.৫ লিটার জল খান। তবে রোদ থেকে এসেই ঠাণ্ডা জল খাবেন না।

ডাবের জল, গ্লুকোজ, ফলের রস, বাতাসা এবং মিছরি ভিজানো জল, নুন-চিনি-লেবু মেশানো জল, কোনও সরবত জাতীয় পানীয় খেয়ে নিজেকে হাইড্রেড়ে রাখুন। আমপোড়ার সরবৎ গরমে অত্যন্ত উপকারী।

এইসময় যথাসম্ভব মদ্যপান কম রাখুন।

বাইরে বেরনোর প্রায় ১৫ মিনিট আগে শরীরের খোলা অংশ যা সরাসরি রোদের সংস্পর্শে আসতে পারে সেখানে অবশ্যই সানস্ক্রিন লাগান। কোথাও বেরোনোর সময় ভাল সান প্রোটেক্টিভ পাউডার সঙ্গে রাখতে পারেন।

রোদের সঙ্গে যুঝবার আর এক অস্ত্র সানগ্লাস। এটি ব্যবহার করুন।

স্কার্ফ, সুতির হালকা ওড়না বা ওই জাতীয় কোনও কাপড় দিয়ে মাথা, মুখ ভালভাবে ঢেকে নিন।

রোদে বেরলে ফুলস্লিভ সুতির, হালকা রং-এর পোশাক পড়াই ভাল।

ছাতা, টুপি ব্যবহার করুন।

জাঙ্ক ফুড, বেশি মশলাযুক্ত খাবার, মাংস না খাওয়াই ভাল। বেশি করে ফল খান। টাটকা খাবার খান।

সম্ভব হলে চোখে-মুখে-ঘাড়ে বারবার ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিন।

দিনে দু-তিনবার স্নান করুন। নিজেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।

দুপুর ১২টা থেকে ৪টের সময়ে রোদের তাপ সবচেয়ে বেশি থাকে। যতটা সম্ভব এইসময় বাইরে যাওয়া এড়িয়ে চলুন।

এইসময় ঘরে ঘরে জ্বর, পেটের সমস্যা, জন্ডিস, টাইফয়েডের মতো রোগ দেখা দিচ্ছে। এছাড়া রোদের মধ্যে অনেকের সানস্ট্রোকও হচ্ছে। তাই খুব সাবধানে থাকা দরকার। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি একটানা শরীরে লাগলে, স্কিনের বিভিন্ন রোগ, এমনকী স্কিন ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। ত্বকের বা শরীরের কোনওরকম সমস্যা দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শ নিন। বিশেষত বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার। তাই একটু সচেতন ও সাবধান থেকে নিজেদের সুস্থ রাখুন।

# মরুমৃত্যুতে বিপর্যয় দেশ বিদেশে

**শক্তিভূষণ সরকার**

আবহাওয়া কারও একার নয়। পৃথিবীর চারিধারে বেষ্ঠিত বায়ুমণ্ডল কোনও একটি দেশ বা মহাদেশের উপর অবস্থান করলেও তার প্রভাব সর্বব্যাপী। তাই তো কোনও একটি দেশ পরিবেশ ধ্বংসের খেলায় মাতলে তার ফল ভুগতে হয় আশেপাশের দেশগুলোকেও।

এই অভিমত যে কথার কথা নয় তা প্রমাণ হতে শুরু করেছে। ভারতের দেশ শাসকরা মরুভূমি হত্যার যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়েছে তাতে শুধু ভারতের আবহাওয়া এলোমেলো হচ্ছে তাই নয় ফল ভুগছে অন্যান্য দেশও। আফগানিস্তান হঠাৎ অতি বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হওয়ার সাম্প্রতিক ঘটনা তারই প্রমাণ। ভারতের থর মরুভূমির বায়ুমণ্ডলীর চরিত্র আজ পাল্টে গিয়েছে। সেখানে সবুজের সমারোহ। এই পরিবর্তনে ঢেউ থর সংলগ্ন দেশগুলির উপর আছড়ে পড়বেই। অন্যদিকে মরুচাষের প্রভাবে মৌসুমী এলোমেলো, কালবৈশাখী উধাও। পাল্টে যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতের আবহাওয়াও। অতএব দক্ষিণ–পূর্ব ভারতের প্রতিবেশীরাও এবার আক্রান্ত হবে। মরুভূমি ও হিমালয় পর্বতমালার যৌথ দানে তৈরি মৌসুমী ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাকেই আমরা মারতে উদ্যত। বাঁচবার উপায় তাই ক্রমশই

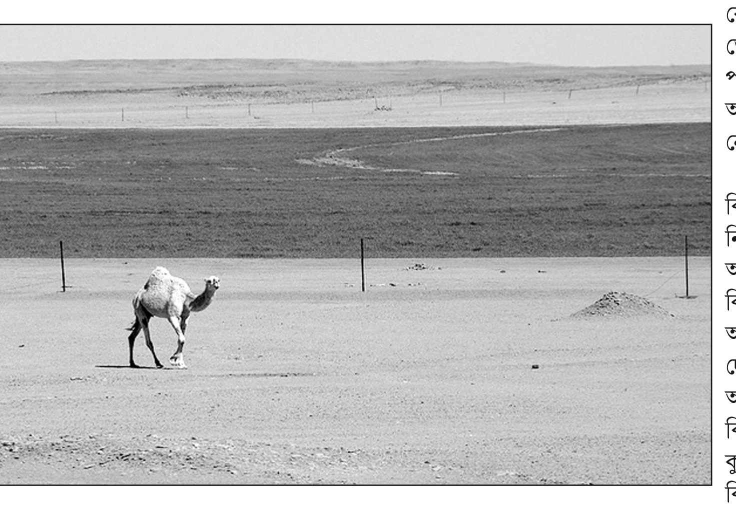

কমছে।

নিয়ম হচ্ছে মরুভূমির কাছাকাছি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয়। মরুভূমির উত্তাপ যাতে নষ্ট না হয় সেকারণেই প্রকৃতিদেবী এই ব্যবস্থা করেছেন। মরুভূমি থেকে যেত দূরে যাওয়া যাবে তত বৃষ্টি বাড়বে। ভারতের থর কেন্দ্রিক রাজস্থান, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, গুজরাট ইত্যাদি অঞ্চলের চেয়ে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে বৃষ্টি বেশি। বস্তুতঃ পূর্ববঙ্গ বা আসামের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টি কম। পশ্চিমবঙ্গের থেকে বিহারে বৃষ্টি কম, বিহারের চেয়ে মধ্যপ্রদেশে বৃষ্টি কম। গ্রীষ্মকালে তাই পূর্বাংশের চেয়ে পশ্চিমাংশে গরম বেশি হত। কিন্তু মরু চাষের কুফলে এর বিপরীত প্রক্রিয়া কাজ করছে। তাই রাজস্থান, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের মতো কম বৃষ্টিপাতের দেশে মেঘেরা দলবল নিয়ে হাজির হয়ে অঝোরে বৃষ্টি ঝরাতে শুরু করছে। এই বৃষ্টি বাংলায় হলে বাংলার ক্ষতি হয় না। কারণ এখানে হল নিকাশীর অফুরাণ ব্যবস্থা রয়েছে। অসংখ্য খাল, বিল, নদী, পুকুর, ডোবায় বৃষ্টির জল আশ্রয় নেয়। এখানকার চাষবাস পদ্ধতি অতি বৃষ্টিকে কেন্দ্র করে। কিন্তু রাজস্থান, পাকিস্তান আফগানিস্তান ইত্যাদি অঞ্চলে বৃষ্টি বেশি না হওয়ায় সেখানকার ভৌগলিক পরিবেশ শুস্ক পরিবেশকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট। অসংখ্য নদীনালা খাল, বিল নেই।

তাই হঠাৎ করে বিস্ফারিত বৃষ্টি বন্যার রূপ নিয়ে বিপর্যয় ঘটায়। আফগানিস্তান সেই বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হয়েছে। আগামী দিনে আরও বিপর্যয়ের জন্য ওইসব দেশকে অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের দেশের উত্তরাখণ্ডের বিপর্যয় হয়েছিল মরুচাষের কুফলের জন্যই। এই বিপর্যয়ের আগাম বার্তা হাওয়াবাবুরা জানাতে পারেনি। আগাম জানাতে পারেনি আয়লার বিপর্যয়ের কথাও। ভারতের প্রাকৃতিক আক্রমণে স্বদেশ–বিদেশের মাটিতে নেমে আসবে কঠিন থেকে কঠিনতম বিপর্যয়। বাংলার বিলম্বিত কালবৈশাখী তার মৃত্যু ঘণ্টা বাজাচ্ছে। এ ধ্বনি শোনার মতো কান কারুর নেই!

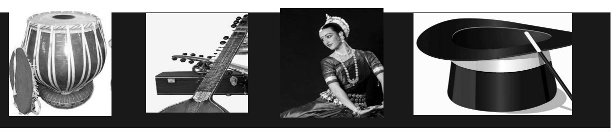

## মাঙ্গলিকী

# রণ চ্যাটবার্ণের উপস্থিতিতে সমৃদ্ধ হল বড়িষার জাদু আড্ডা

এই নিয়ে ৫ বার কলকাতা ঘুরে গেলেন কলকাতা প্রেমিক, জাদু গবেষক, সাহিত্য–সংস্কৃতি প্রেমী বরিষ্ঠ ইংরেজ রণ চ্যাটবার্ণ। বস্তুতঃ সাংবাদিক জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বহুদিনের পত্রালাপের ফলই হল ৫ বার কলকাতায় রণ চ্যাটবার্ণের পদাপর্ন। আর প্রতিবার ৩ মাস করে বহু সাহিত্য সংস্কৃতী ও জাদুকরদের আসরে যোগদান, সব আসরকেই করেছেন তাঁর জাদু প্রদর্শনে, ইংরাজি সাহিত্যপাঠে, সবাইকে আপন করে নেবার মাধ্যমে সমৃদ্ধ। এবারেও বড়িষার জাদু আড্ডায় যোগদান করেন। জাদুকরদের প্রিয় এমসলে কাউন্টের উপরে ভিত্তি করে তাসের জাদু দেখালেন। পাঠ করলেন ইংরাজি কবিতা, সুন্দর মননশীল ব্যাখ্যাও দিলেন। আবার পিয়ানো বাদক রণ চ্যাটবার্ণ হারমোনিয়ামে ধ্রুপদী ইংরাজি গানের সুর বাজিয়ে শোনালেন। এবারে যে পরিবারের অতিথি হিসেবে কবরডাঙ্গায় রয়েছেন, সেই পরিবারের গৃহকর্ত্রী মিউরিয়েল দাসের সঙ্গে ক্যারল সঙ্গীতে গলা মেলালেন। বললেন ইংল্যান্ডে তাঁর বাসস্থান ডোভারের কথা। রণের হাতে জাদুকর শৈলেশ্বর তুলে দিলেন ভারতীয় জাদুকলা চর্চার কাগজপত্র। অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় এইরকমই কিছু জাদুর খেলার দলিল ও তাঁর বাজারস্থ খেলা 'পিক ইওর ডিঙ্ক' তুলে দিলেন। কয়েকবছর আগে বিশ্ববন্দিত জাদুকর পি.সি. সরকার জুনিয়র 'বাঙ্গালী উৎসব'–এ অংশগ্রহণ করতে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। ওখানকার আলেকজান্দ্রিয়া প্যালেসে তাঁর ইন্দ্রজাল প্রদর্শনী হয়। ওই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন রণ। সরকার জুনিয়রের সঙ্গে তাঁর ছবি ও জাদু সংবাদ ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হয়। এদিন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কপিটিতে রণের স্বাক্ষর গ্রহণ করলেন। যাতে আগেই সরকার জুনিয়র স্বাক্ষর করেছিলেন। বস্তুতঃ এইভাবেই অরুণবাবু তাঁর জাদু গ্রন্থের পাঠাগার আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। অনুষ্ঠানের গোড়ায় রণের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিলেন বড়িষা জাদু আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জাদুকর সমীর গুহঠাকুরতা। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন মায়াবালা ঠাকুর। বিবিধ বৈঠকী ও স্ট্যান্ডআপ জাদু দেখালেন প্রিয়ম গুহ, দিব্যেন্দু নাথ, অভীক দত্ত, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শুভায়ন শিকদার, সুশীল দে, গোরা দত্ত, অরুপা চক্রবর্তী, দেব মল্লিক, ক্ষুদে জাদুকর রুথজিত দাস। জাদুকর শৈলেশ্বর পাঠ করলেন তাঁর এক অনবদ্য জাদু কাহিনী, 'আমি মাদারি'।

আলাদাভাবে আরও ক্যারল সঙ্গীতে আসরকে সমৃদ্ধ করেছেন মিউরিয়েল দাস। নানান জাদু নিয়ে আলোচনায় সকলে অংশগ্রহণ করেন আর আড়ালে থেকে প্রভূত চা–জলযোগের মাধ্যমে সকলকে আবারও পরিবারের সদস্য করে নিলেন পরিবারের কর্ত্রী শ্রীমতী গুহঠাকুরতা। রণচ্যাটবর্ণ ভবিষ্যতে আবারও আসবেন কলকাতায়।

## দমদমে রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা

**হীরালাল চন্দ্র:** গত ৭ জুন, সন্ধ্যায় নাগের বাজার যোগীপাড়া রোডে 'সঙ্গীতপ্রিয় সংসদের' উদ্যোগে ও সম্পাদক বিশ্বনাথ সুরের পরিচালনায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৫৩ তম) ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১১৫ তম) শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুই মহান কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। কবিগুরু রচিত 'বদনাম' শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন ফাল্গুণী ভট্টাচার্য, মনীষা মুখার্জি ও নিমাই মুখার্জি। বাঁশি বাজান অশোক কর্মকার। সঙ্গে পার্কাসন, গিটার ও তবলা বাজান স্বপন ঘোষ, সজল হালদার ও প্রদীপ ঘোষ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন তড়িৎ বিশ্বাস, মিতা ঘোষ, সেখ সওগাত ও বন্দনা বিশ্বাস। বেহালা ও অরগ্যাণ বাজান সুভাষ চক্রবর্তী ও শুভজিৎ চক্রবর্তী।

## পরিবেশ নিয়ে

**নিজস্ব সংবাদদাতা: ছোটদের ভাবনায় পরিবেশ। ঠাকুরপুকুর থানার অধীন দক্ষিণ বেহালা রোডের শীতলাতলা প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা গত ১১ জুন বিদ্যালয় গৃহে পরিবেশ বিষয়ক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে প্রকৃতি এবং পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকারক দিক কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে বিদ্যালয়ের ছাত্রী নূপুর সিং, মল্লিকা মাজি, প্রীতি রায়, সুমিত্রা রায়, বিনীতা দাস, বিপাশা গায়েন ও মৌসুমী মণ্ডল। পরিবেশ দূষণের বিষময় ফল স্লাইডের মাধ্যমে পরিবেশন করেন দূর্গাশংকর প্রধান। পরিবেশ দূষণের কুফল থেকে দেহকে রক্ষা করার উপায় প্রদর্শন করে বিদ্যালয়েরই বিষ্ণু মণ্ডল, মল্লিকা মাজি ও নূপুর সিং। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিক্ষক দিলীপ কুমার মুখার্জ্জি।**

## মাটি ও মানুষ

# মাছ চাষীদের উদ্বেগ নিরসনে উদ্যোগ

**বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি:** কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক মৎস্যচাষ ক্ষেত্রে বর্তমানে চালু সমস্ত প্রকল্প পর্যালোচনা করবে। উদ্দেশ্য হল, মৎস্যজীবী ও মাছ চাষীদের সমস্ত উদ্বেগ নিরসণ করা।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মৎস্যজীবীদের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে গত ১৭ জুন নয়াদিল্লিতে মৎস্যজীবী ও তাদের মাছ ধরার নৌকাগুলির কথা মন্ত্রী উল্লেখ করেন। বৈঠকে জানানো হয় যে, বর্তমান প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্যই হল ওই ধরনের মৎস্যজীবীদেরকে সহায়তা করা। মৎস্য শিকার নিষিদ্ধকালীন সময়ে বহু সংখ্য মৎস্যজীবী একাধিক প্রকল্পের সুযোগ–সুবিধা নিতে পারেননি। তাই

রাধামোহন সিং একথা জানান, মৎস্যজীবীদের প্রতিনিধি দলটি মৎস্য শিকার ও মৎস্যজীবী বিষয়ক জাতীয় নীতির একটি প্রতিলিপিও মন্ত্রীকে প্রদান করেন। ভারতীয় জনতা পার্টি জাতীয় নীতির প্রতিলিপি রচনাতে সহায়তা করেছে। বৈঠকে মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন সমস্যা বিশেষ করে, প্রতিবেশি দেশগুলিতে আটক মাছ ধরার নৌকাগুলিতে ডিজেল ভর্তুকির সুবিধা গ্রহণ করার জন্য মৎস্যজীবীদের অনুরোধ করা হয়। তিনি মৎস্যজীবীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে বিশদে আলাপ–আলোচনা করার এবং সমস্যাগুলির স্বল্প ও দীর্ঘস্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দেন।

# মাটি পরীক্ষা না হলে সবই বৃথা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে চাষীদের উন্নতির জন্য নানান আধুনিক প্রযুক্তি কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি কেন্দ্রে নতুন সরকার আসার পর তারাও চাষীদের কল্যাণে প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র অনেকটা অন্যরকম। ইতিমধ্যেই রাজ্যে যে মাটি পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি রয়েছে, তাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ সরকার। একেবারে নিজস্ব উদ্যোগে সরকারি পরীক্ষাগারের অবস্থাও করুণ। মাটি প্রায় আসে না বললেই চলে। এলেও তার ফল পেতে কেটে যায় মাসের পর মাস। অন্যদিকে, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমেও মাটি পরীক্ষাগার চালায় রাজ্য সরকার। সেগুলোর হালও তথৈবচ। মাটি প্রায় আসে না বললেই চলে। ফলে মাটি পরীক্ষা ছাড়াই চলছে চাষবাস। দেওয়া হচ্ছে দেদার সার। যার অনেকটাই অপচয় হচ্ছে মাটির চরিত্র না জানার ফলে।

আসলে চাষের আগে মাটি পরীক্ষা করার জন্য যে সচেতনতা প্রয়োজন, তা নেই বললেই চলে। এ ব্যাপারে, জেলার কৃষি আধিকারিকরাও উদাসীন। চাষীদের কাছে বিনা পয়সায় মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও সেই সুযোগ নিতে নারাজ তারা। তাদের মধ্যে এখনও সেই প্রাচীন পদ্ধতি জনপ্রিয়। এই ধারণা বদলানোর জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল, কোনও সরকারই তা নেয়নি। সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, সার ও কীটনাশক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া আছে সরকারি আধিকারিকদের। তাই তারা মাটি পরীক্ষায় অনাগ্রহী। এই অবস্থা চলতে থাকলে যতই বিজ্ঞানসম্মত চাষের কথা বলা হোক মাটি পরীক্ষা ছাড়া সবই বৃথা। সার বা বীজ কেনবার আগে, মাটি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক না করলে এই চিত্র পাল্টানোর আশা কম।

**মাটি পরীক্ষা কেন্দ্র**
**স্থান ঃ বিবেক নিকেতন, সামালী**
**পোঃ ন'হাজারি, থানা ঃ বিষ্ণুপুর,**
**জেলা ঃ দঃ ২৪ পরগনা।**
**ফোন ঃ ৮০১৩৫২৩০৯৫**

## তোমার বীজ আমার বীজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** সারা ভারতের নানা প্রান্ত থেকে চাষীরা জড়ো হয়েছেন তামিলনাড়ুতে। শুরু হয়েছে এক উৎসব। ধানের বীজ আদান প্রদানের উৎসব। কৃষকরা নিয়ে এসেছেন তাদের এলাকার বহু পরিচিত বীজ। বিভিন্ন এলাকার এই বীজই আদান প্রদান হচ্ছে এখানে। এক প্রান্তের বীজ বপন হবে অন্য প্রান্তের মাটিতে। উৎসবে সামিল কৃষকদের দাবি এর দ্বারা সারা ভারতে ঘটে যাবে এক নিঃশব্দ কৃষি বিপ্লব।

## আশা জাগাচ্ছে আসাম

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** খুব অল্প সময়ের মধ্যে রেকর্ড পরিমাণ চা

উৎপাদন করল আসাম। বৃদ্ধির হারও রেকর্ড ছুঁয়েছে। চা চাষী ও টি বোর্ডের যৌথ প্রচেষ্টায় এসেছে এই সাফল্য। ধন্যবাদ জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

## কাঁঠাল সচেতনতা বাড়াতে

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** মহারাষ্ট্রের প্রকাশ সায়ন্তের বাগানে ঢুকলেই চক্ষু চড়কগাছ। দু'বছরে রেকর্ড পরিমাণ কাঁঠাল ফলিয়েছেন

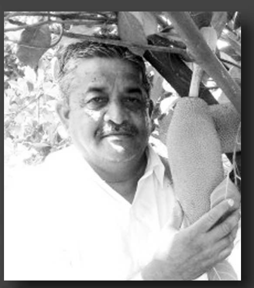

তিনি। কৃষির দুনিয়ায় এই অভূতপূর্ব খবর ছড়িয়ে পড়েছে দেশ বিদেশে। দেখতে আসছেন অনেকে, বেজায় খুশি প্রকাশ।

কাঁঠালের এই সুখবরের পাশাপাশি আছে অন্য খবরও। ভারতে উৎপাদিত ৭০ শতাংশ কাঁঠাল নষ্ট হয়ে যায় অজ্ঞতার জন্য। তাই কাঁঠাল সংরক্ষণ সচেতনতা এবং ব্যবহারের অসুবিধা দূর করতে এক কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একটি কৃষক সংগঠন উদ্যোগী হয়েছে। তাদের শপথ দেশের সম্পদের এই ক্ষতি বন্ধ করতেই হবে।

## পোক্কালি নিয়ে মাথা ব্যথা

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** কেরালার পোক্কালি ধানের চাহিদা প্রচুর। এটি একটি বিশেষ প্রজাতি। কিন্তু বর্তমানে পোক্কালি বাঁচাতে

জেরবার কেরালার আলাপুঝার কৃষকরা। নানা সমস্যায় পোক্কালি বাঁচানোর লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা।

## বীজ বিতর্ক তুঙ্গে

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বিটি বিঞ্জালের 'জিএমগ্রুপ' নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। এই বীজ নিয়ে নানা প্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রমাণ হচ্ছে। দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে বিজ্ঞানীরাও। নীতি নির্ধারকরাও কি করবেন বুঝতে পারছেন না।

# দীপঙ্করের কবিতা পরিক্রমা: একটি জীবন আলেখ্য

**দীপককুমার বড় পণ্ডা**

এক বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায়। অনেকগুলি সন্তানের বাবা চলে গেলে সংসারটা অথৈ জলে ভেসে যাবে। তাঁর স্ত্রী ধুলোয় লুটিয়ে কাঁদছেন – মৃত্যু পথযাত্রী বৃদ্ধ স্ত্রীকে কাছে ডাকেন। খুব নিচু স্বরে বলেন, 'তুমি কাঁদছ কেন? তোমারও মৃত্যুদিন এলে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বরং আমার আত্মজরা থাকল। ওদেরকে নিয়ে তুমি বাঁচো, যতদিন তোমার জীবন আছে।' চোখ বুজলেন বৃদ্ধ।

এটাই ছিল এক যুবকের কবিতা লেখার প্রেরণা। এই দৃশ্য পুরোটাই দেখেছিলেন এই বৃদ্ধ–বৃদ্ধার চতুর্থ সন্তান সেদিনের কিশোর দীপঙ্কর – দীপঙ্কর চক্রবর্তী। দীপঙ্কর বলছেন, 'বাবার মৃত্যু,

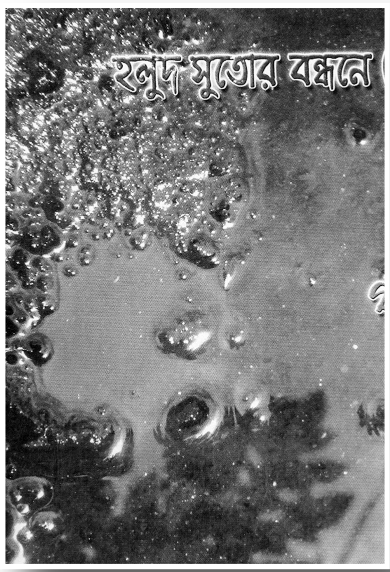


বাবার জীবন কোথাও যেন ছুঁয়ে গেল।'

সেই মৃত্যু – মৃত্যুকে ঘিরেই দীপঙ্করের কবিতা আবর্তিত হয়। তাই তিনি লেখেন 'আমার নব মল্লিকা' (উন্মেষ)।

না, শুধু মৃত্যু নয়, দীপঙ্করবাবুর কবিতায় জীবনের কথাও আছে। জীবনকে তিনি সাক্ষী রাখেন। কবির কাছে জীবন এবং মৃত্যু টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। তবে স্বাভাবিকভাবেই কবির কবিতায় জীবনের কবিতা অনেক বেশি, কারণ কবি যে জীবনকে অনেক বেশি ভালবাসেন। জীবন যে তাঁর কাছে মোহময়। মৃত্যু তাঁর কাছে বিভীষিকা। তিনি জানেন, মৃত্যু মানে সব শেষ, আবার নতুন করে সব শুরু। তিনি লিখে ফেলেন, 'হলুদ সুতোর বন্ধনে' (পীতডোর)।

তবে শুধু জীবন আর মৃত্যু নিয়ে দীপঙ্করবাবু আটকে থাকেননি। জীবনের নানা দিক নিয়ে তিনি সহজ করে বলে চলেন কবিতায় কবিতায়। তাঁর চলার পথের শেষ নেই। কর্মযোগী কবি সবসময় কবিতায় আশার কথা শুনিয়েছেন। ব্যর্থ প্রেমেও

**অরূপ রতন**

তাঁর দীর্ঘশ্বস নেই। তিনি ভাবেন, ভোরের পর আসবে নতুন সকাল, নতুন দিন, ঘটবে নতুন ঘটনা, ফুটবে নতুন ফুল। আর সেই ফুলের সুগন্ধে বাগান ম ম করবে। চারদিকে একটা রোমান্টিক আবহ তৈরি হয় দীপঙ্করের কবিতায়।

এই রোমান্টিকতা দিয়েই তিনি জীবনকে ধরতে চেয়েছেন। তাই, প্রথমেই বেছে নিয়েছেন কিশোর–প্রেম। তিনি দেখিয়েছেন কিশোর–প্রেম জীবনের ঘাত–প্রতিঘাত পেরিয়েও অপরাভূত থেকে যৌবন অতিক্রম করে প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয়েছে। তাই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থে বেহিসেবী, নিস্পাপ, সদ্যকৈশোরের প্রেমের 'উন্মেষ' হয় 'আমার নবমল্লিকা'য়। এই নবমুকুলিত সদ্য উন্মেষিত রাখালিয়া প্রেম ধীরে ধীরে নানা ঘাত ও আঘাতে জর্জরিত হতে হতে অজেয় হয়ে ওঠে। তারপরেই কিশোর প্রেমের পরিণমন ঘটে 'হলুদ সুতোর বন্ধনে' – আবদ্ধ হয়ে যৌবনের 'পীতডোর'–এ। এটি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ।

এই পর্বে কবির কাব্যশৈলীও যেমন অনেক পোক্ত, তেমনি শব্দ চয়নও শানিত। এখন কবির বিশ্বকে দেখার চোখ, বস্তুজগতের সঙ্গে আন্তসম্পর্ক ও মানবীয় বোধ টগবগে ছুটন্ত ঘোড়ার মতো সাবলীল। নির্ঝরিনীর মতো ঝরে পড়া এক একটা কবিতা জীবনের এক একটা ধাপকে ধরতে চায়। ক্রমশ পরিণত প্রেম পরিণয়ে আবদ্ধ হওয়ার পরে জটিল জীবন আবর্তে পড়ে। সেখানেও সে উত্তীর্ণ হয় জীবনকে ভালবেসে প্রেমে পরিতৃপ্তিতে। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের শেষের দিকের কবিতাগুলো অন্য মাত্রা পায় আত্মপ্রদানের মধ্যে সেখানে আদানের মাত্রা বড়ই কম। এইখানে কোনও এক নৈসর্গিক বিষণ্ণতা, একাকীত্ব ও আশ্রয়হীনতার মেদুর আবেদন ফুটে ওঠে।

এরপরে সেই রাখালিয়া প্রেম যেন অতি সাবালক হয়ে যায়, যখন দেখি তাঁর তৃতীয়

কাব্যগ্রন্থ 'কথা দিয়ে কইতে'। প্রথম গ্রন্থের সদ্য উন্মেষিত 'নবমল্লিকা' দ্বিতীয় গ্রন্থের হলুদ পরিণমন পার করে তৃতীয় গ্রন্থে হয়ে উঠেছে বর্ণময় 'বাণীমঞ্জরী'। প্রেমের মুখকীট যেন তাঁর আবরণীগ্রন্থী অতিক্রম করে জীবনের অনেকগুলি সত্তাকে আস্বাদন করতে চাইছে। কখনও প্রণয়ী, কখনও বিদ্রোহী, কখনও বিস্ময়ের মুগ্ধতা, কখনও জীবনদর্শনে ব্যাপৃত। এই যে অনেকগুলি সত্তার সমষ্টি – সবটাই গাঁথা থাকে দীপঙ্করের রোমান্টিক কাব্যময়তার মখমলে।

**কাব্যগ্রন্থ:**

**আমার নব মল্লিকা (উন্মেষ), ২০১০**
**হলুদ সুতোর বন্ধনে (পীতডোর) , ২০১১**
**কথা দিয়ে কইতে (বাণীমঞ্জরী), ২০১৩**

# গুরুসদয় গ্রন্থাগারে বই প্রদান

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** সম্প্রতি কলকাতার গুরুসদয় সংগ্রহশালায় আকাডেমি অফ ফোকলোর–এর মহানির্দেশক অধ্যাপক ড. দুলাল চৌধুরী আনুমানিক চারশ বই দান করলেন। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত গুরুসদয় সংগ্রহশালাটি কেন্দ্রীয় সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের অধীন। সংগ্রহশালায় এখানকার সংগৃহীত উপাদানগুলি ছাড়াও, গ্রন্থাগারটিও খুব সমৃদ্ধ। মূলত লোকসংস্কৃতি, সমাজবিজ্ঞান–এর বইতে ঠাসা গ্রন্থাগারটিতে দেশ–বিদেশের বহু পাঠক নিয়মিত পড়তে আসেন। গবেষকদের জন্য এটি একটি অমূল্য ভাণ্ডার। সেই গ্রন্থাগারটিকে আরও সমৃদ্ধ করল ড. চৌধুরীর দেওয়া বইগুলি। লোকসংস্কৃতিবিদ ড. চৌধুরীর অনেক দিনের সাধ ছিল, তাঁর বইগুলি যেন লোকসংস্কৃতি চর্চায় সহায়ক হয়। গুরুসদয় সংগ্রহশালায় সেই বইগুলি স্থান পাওয়ায় তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ হল।

গুরুসদয় সংগ্রহশালার পক্ষ থেকে দুলালবাবুকে কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে। সংগ্রহশালার কার্যনির্বাহী সম্পাদক ড. বিজনকুমার মণ্ডল জানিয়েছেন, দুলালবাবুর মতন অন্যরাও এগিয়ে এলে আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য লোকসংস্কৃতির একটি বড় গ্রন্থ–সংগ্রহশালা তৈরি করতে পারব।

**৮ বছরে পা দেওয়া ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্রিকা**

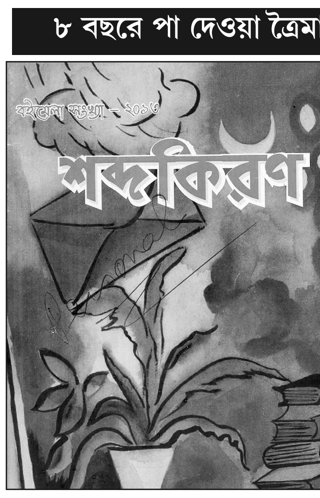


**শব্দকিরণ**

**বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের কাছে সদা দায়বদ্ধ।**

**সম্পাদক: সমরজিৎ চক্রবর্তী, মোবাইল– ৯৪৩৩১৭৭৯৩১**

**লেখক–পাঠক হিসেবে যুক্ত হোন।**

# নজর এখন ব্রাজিলে, ফাঁকা ক্রিকেট স্টেডিয়াম

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** ফুটবলের মক্কা ব্রাজিলে বসেছে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর। ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ৩২টি দল ইতিমধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে পড়েছে। তাই গোটা বিশ্বের নজরই ব্রাজিলের দিকে। পাকিস্তান থেকে শ্রীলঙ্কা। ভারত থেকে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে নিউজিল্যান্ড সর্বত্রই এক অবস্থা। এই সমস্ত দেশে সেভাবে ফুটবল খেলা হয় না। ফিফা বিশ্বকাপে অংশ নেওয়ারও সুযোগ আসে না। এইসব দেশে জনপ্রিয়তার দিক থেকে ফুটবলের থেকে কয়েক গুণ এগিয়ে ক্রিকেট। কিন্তু ফুটবল বিশ্বকাপ এলেই চিত্রটা যেন সম্পূর্ণ বদলে যায়। ব্রাজিলের যুদ্ধ শুরু হতেই সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রেই এখন ব্রাজুকা। ক্রিকেটের কোকাবুর বলের দিকে নজর নেই নজর কারুর। ক্রিকেটের ২২ গজ এখন যেন সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত সকলের কাছে। এরই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে মিরপুরের শের–ই–বাংলা স্টেডিয়ামে।

মুখোমুখি ভারত–বাংলাদেশ। যেখানে ক্রিকেটকে ধর্ম হিসেবে মানা হয় সেই দু'টি দলের ম্যাচের দর্শক জোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। ভারত তরুণ দল পাঠালেও বাংলাদেশ দলে তামিম ইকবাল, সাকিব–আল–হাসান, মাশরাফি

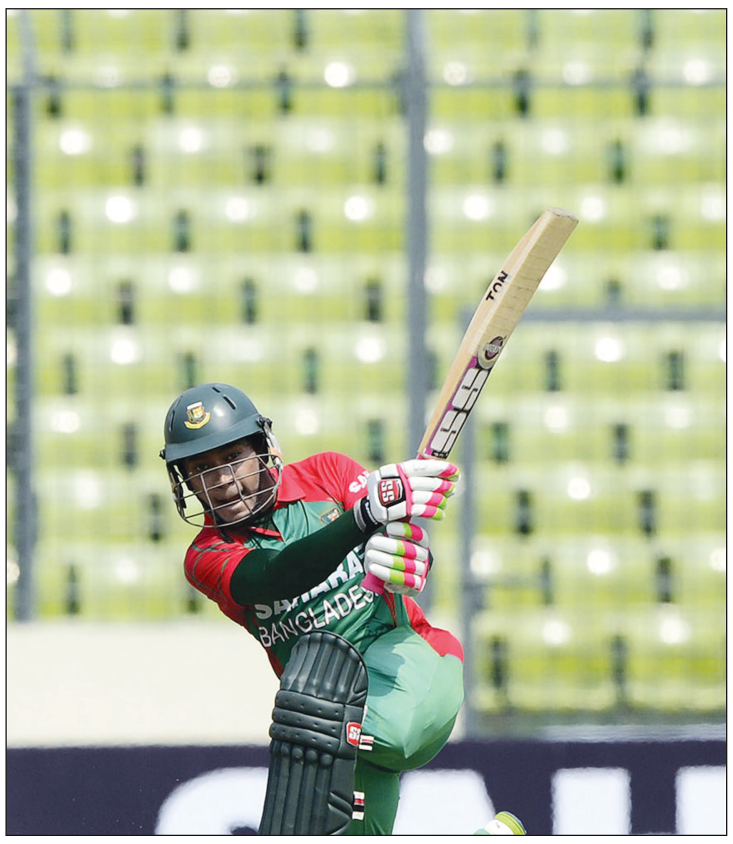

মোর্তাজা, মুশফিকুর রহিমের মতো বড় বড় নাম। তবুও আকর্ষণ নেই দর্শকদের। স্টেডিয়ামের বেশির ভাগ আসন ফাঁকা পড়ে থাকছে। টিকিট বিক্রি হচ্ছে না। চার–ছয় হলেও আওয়াজ আসছে না জনশূণ্য গ্যালারি থেকে।

**ক্রিকেটের মাঠে ভারত থাকলেই এক ধাক্কায় আকর্ষণ অনেকটা বেড়ে যায়। এ বার তা আর হল কই। ভারতের উপস্থিতিও বদলাতে পারেনি স্টেডিয়ামের চিত্র।**

এতদিন যে চিত্র দেখা যেত বাংলাদেশের ক্রিকেট স্টেডিয়ামগুলোতে তার ঠিক উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে এখন। শুধু গ্যালারিতেই নয়, প্রেস বক্সেরও অবস্থা একইরকম। প্রেস বক্সে সাংবাদিকদের উপস্থিতিও আগের থেকে অনেকটাই কম। কারুর মধ্যেই আগের মতো এই সিরিজ নিয়ে আগ্রহ নেই।

প্রায় সাত বছর পর বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সফরে গিয়েছে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারত। ক্রিকেটের মাঠে ভারত থাকলেই এক ধাক্কায় আকর্ষণ অনেকটা বেড়ে যায়। এ বার তা আর হল কই। ভারতের উপস্থিতিও বদলাতে পারেনি স্টেডিয়ামের চিত্র। স্টেডিয়ামের এই নিস্তব্ধতা দেখে রীতিমতো হতবাক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। অনেকেই মেনে নিচ্ছেন ফুটবল বিশ্বকাপের জন্যই দর্শকদের মধ্যে এই অনীহা কাজ করছে।

সকলের আকর্ষণের কেন্দ্রেই এখন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় টুর্নামেন্ট। রাত জেগে নেইমার, রোনাল্ডো, মেসিদের পায়ের কাজ দেখতেই ব্যস্ত ভারত, বাংলাদেশ–সহ সারা বিশ্বের মানুষ।

ভারত–বাংলাদেশ ম্যাচ থাকলেও, শুরুর সময় প্রায় পুরো স্টেডিয়ামই ফাঁকা পড়ে রইল। পরে কিছু মানুষ এসে রায়না–সাকিবের লড়াই দেখলেন। তবে তা আশ্বস্ত করতে পারল না বাংলাদেশের শের–এ–বংলা স্টেডিয়ামের কর্মকর্তাদের।

# একের পর এক ধাক্কা পর্তুগাল শিবিরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** যে পর্তুগালকে এই বিশ্বকাপের অন্যতম শক্তিশালী দল হিসেবে ধরা হচ্ছিল, বিশ্বকাপ শুরু হতেই সেই দলের অবস্থা দেখে লজ্জায় মুখ ঢাকছেন সমর্থকরা। খারাপ সময় কাটতেই চাইছে না রোনাল্ডোদের। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই ৪–০ গোলে জার্মানির কাছে

মুখ থুবড়ে পড়তে হয়েছে। লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যেতে হয়েছে ডিফেন্ডার পেপেকে। এবার আরও বড় ধাক্কা পর্তুগিজ শিবিরে। চোটের কারণে ছিটকে গেলেন পর্তুগালের তারকা ডিফেন্ডার ফ্যাবিও কোয়েন্ত্রাও।

সোমবার জার্মানির বিরুদ্ধে ম্যাচে ৬৫ মিনিটে পায়ে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন রিয়েল মাদ্রিদের এই ফুটবলার। পরে পর্তুগিজ ফুটবল সংস্থা নিজেদের ওয়েবসাইটে জানায়, উরুর পেশিতে গুরুতর চোট লেগেছে কোয়েন্ত্রাওয়ের। মঙ্গলবার তাঁর বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার কথা জানিয়ে দেয় ওই দেশের ফুটবল সংস্থা।

শুধু তাই নয়, আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখেছেন আর এক ডিফেন্ডার পেপে। তিনিও পরের ম্যাচে খেলতে পারবেন না। অখেলোয়াড়োচিত আচরণের জন্য আরও বড় শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে তাঁকে। তাই শুধু দ্বিতীয় ম্যাচেই নয়, পুরো বিশ্বকাপেই দলের ডিফেন্স নিয়ে বেশ চিন্তায় কোচ পাওলো বেন্তো।

এছাড়াও চোট সময়স্যায় ভুগছেন স্টাইকার হুগো আলমেইদা এবং রুই পাত্রিসিও। প্রথম ম্যাচ হারার পর রবিবার নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই নামতে চলেছে পর্তুগাল। ফলে চোট সমস্যা ও কার্ড সমস্যার জন্য বিশ্বকাপ যুদ্ধে অনেকটাই ব্যাকফুটে চলে গেল তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে রবিবার মানাউসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিজেদের টিঁকিয়ে রাখার লড়াইয়ে সমস্যায় পড়তে হবে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর্তুগালকে।

## এই সপ্তাহের খেলা

| তারিখ | দল | সময় |
|---|---|---|
| ২১.৬.২০১৪ | আর্জেন্টিনা বনাম ইরান | রাত ৯.৩০ |
| ২১.৬.২০১৪ | সুইজারল্যান্ড বনাম ফ্রান্স | রাত ১২.৩০ |
| ২১.৬.২০১৪ | হন্ডুরাস বনাম ইকুয়েডর | রাত ৩.৩০ |
| ২২.৬.২০১৪ | বেলজিয়াম বনাম রাশিয়া | রাত ৯.৩০ |
| ২২.৬.২০১৪ | জার্মানি বনাম ঘানা | রাত ১২.৩০ |
| ২২.৬.২০১৪ | নাইজেরিয়া বনাম রাশিয়া | রাত ৩.৩০ |
| ২৩.৬.২০১৪ | অস্ট্রেলিয়া বনাম স্পেন | রাত ৯.৩০ |
| ২৩.৬.২০১৪ | কোরিয়া বনাম আলজেরিয়া | রাত ১২.৩০ |
| ২৩.৬.২০১৪ | আমেরিকা বনাম পর্তুগাল | রাত ৩.৩০ |
| ২৪.৬.২০১৪ | কোস্টারিকা বনাম ইংল্যান্ড | রাত ৯.৩০ |
| ২৪.৬.২০১৪ | ইটালি বনাম উরুগুয়ে | রাত ৯.৩০ |
| ২৪.৬.২০১৪ | ক্রোয়েশিয়া বনাম মেক্সিকো | রাত ১.৩০ |
| ২৪.৬.২০১৪ | ক্যামেরুন বনাম ব্রাজিল | রাত ১.৩০ |
| ২৫.৬.২০১৪ | নাইজেরিয়া বনাম আর্জেন্টিনা | রাত ৯.৩০ |
| ২৫.৬.২০১৪ | বসনিয়া বনাম ইরান | রাত ৯.৩০ |
| ২৫.৬.২০১৪ | জাপান বনাম কলম্বিয়া | রাত ১.৩০ |
| ২৫.৬.২০১৪ | গ্রিস বনাম আইভোরি কোস্ট | রাত ১.৩০ |
| ২৬.৬.২০১৪ | পর্তুগাল বনাম ঘানা | রাত ৯.৩০ |
| ২৬.৬.২০১৪ | আমেরিকা বনাম জার্মানি | রাত ৯.৩০ |
| ২৬.৬.২০১৪ | হন্ডুরাস বনাম সুইজারল্যান্ড | রাত ১.৩০ |
| ২৬.৬.২০১৪ | ইকুয়েডর বনাম ফ্রান্স | রাত ১.৩০ |
| ২৭.৬.২০১৪ | কোরিয়া বনাম বেলজিয়াম | রাত ১.৩০ |
| ২৭.৬.২০১৪ | আলজেরিয়া বনাম রাশিয়া | রাত ১.৩০ |

# ক্যারামেল নিয়ে সমস্যায় উরুগুয়ে

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বিশ্বকাপ যুদ্ধে ব্যস্ত বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে শক্তিশালী ৩২টি দেশ। তাই একমাসেরও বেশি সময় জুড়ে ব্রাজিলে ঘাঁটি গাড়তে হয়েছে এই দলগুলির অসংখ্য ফুটবলারকে। নিজের ঘর ছেড়ে, নিজের পছন্দের জিনিসপত্র, প্রিয় খাবারের মায়া ছেড়ে মনোনিবেশ করতে হচ্ছে শুধুই ফুটবলের দিকে। তবে সবকিছুই কী আর ছাড়া যায়। যেখানেই যাও না কেন, কিছু পছন্দের জিনিসকে অন্তত ছাড়া যায় না। সেরকমই অবস্থা উরুগুয়ের ফুটবলারদের। 'ক্যারামেল' খুব পছন্দের খাদ্য উরুগুয়ের ফুটবলারদের। রুটি বা বিস্কুট তাঁরা যাই খান না কেন, ক্যারামেল তাঁদের চাইই। তাই দেশ থেকে সুদূর ব্রাজিলও তাঁরা এই লোভনীয় খাবারের বক্সগুলো নিয়ে এসেছেন। কিন্তু তাতেও লাভের লাভ খুব একটা হয়নি। নিয়মের বেড়াজালে আটকে গিয়েছে তাঁদের পছন্দের ক্যারামেল বক্সগুলি। এইসব ক্যারামেলের বক্সগুলোকে বাজেয়াপ্ত করেছে কর্তৃপক্ষ।

নিজেদের সঙ্গে ৩৯ কেজি ক্যারামেল নিয়ে এসেছে উরুগুয়ে দল। আর সেগুলোকেই বাজেয়াপ্ত করেছে ব্রাজিলের কর্তৃপক্ষ। ক্যারামেল স্প্রেডকে উরুগুয়েতে বলা হয় দুলসে দে লেচে। দুধ ও চিনি দিয়ে এই মিষ্টি জাতীয় খাবারটি প্রস্তুত হয়।

এই খাবারটি বাজেয়াপ্ত করার কারণ হিসেবে কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, খাবারটি দুধের তৈরি। তাই এই খাদ্যটি স্বাস্থ্যকর কিনা, তার সার্টিফিকেট প্রয়োজন ছিল। আর এই সংক্রান্ত কোনও কাগজপত্রই ছিল না উরুগুয়ে দলের কাছে। তাই এই বক্সগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

উরুগুয়েদের পছন্দের খাদ্য 'ক্যারামেল'

# টুইটে নিষেধাজ্ঞা কাপেলোর

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** মঙ্গলবারই বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে রাশিয়া। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে শুরুটা খুব একটা ভাল হয়নি। তাই দলের ফুটবলারদের ফুটবলের প্রতি আরও বেশি একাগ্র করার জন্য এবার টুইটে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন রাশিয়ার কোচ ফ্যাবিও কাপেলো। মাঠে নামার আগে তিনি ফুটবল ছাড়া অন্য কিছু নিয়েই ভাবতে চান না। খেলোয়াড়দের মনোযোগও যাতে ফুটবলের বাইরে না যায়, তার টুইটে নিষেধাজ্ঞা জারি করার সিদ্ধান্ত। গোটা বিশ্বকাপেই দলের ফুটবলাররা কোনও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করতে পারবেন না।

এই বিষয়ে কাপেলো বলেন, 'বিশ্বকাপের একমাস ফুটবলাররা টুইট করতে পারবে না। এই মাসের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। বিশ্বকাপ শেষে বাড়ি ফেরার পর প্রত্যেকে যত ইচ্ছা টুইট করতে পারবে।'

# বাংলাদেশের আবিষ্কার স্টুয়ার্ড, মোহিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** বাংলাদেশ অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম ভারতীয় দল দেখে নিজের হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন। বলেছিলেন, তাঁরা কী এতটাই খারাপ দল যে এইরকম তরুণ ভারতীয় দলকে বাংলাদেশ সফরে পাঠানো হচ্ছে। বাংলাদেশ অধিনায়কের সেই প্রশ্নের জবাব মাঠেই দিয়ে এলেন সুরেশ রায়না, রবীন উথাপ্পারা। তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশ সফরে তরুণ ভারতীয় দলই পাঠিয়ে ছিলেন নির্বাচকরা। সুযোগ দেওয়া হয়েছিল অক্ষর প্যাটেল, পারভেজ রসুলের মতো নতুন মুখগুলোকে। প্রথম এগারোর একজন খেলোয়াড়কেই রাখা হয়েছিল – সুরেশ রায়না, যিনি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যা দেখেই নিজের হতাশা চেপে রাখতে পারেননি বাংলাদেশ অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম। তবে এই আনকোরা ভারতীয় দলের কাছেই মুখ থুবড়ে পড়ল বাংলাদেশে। অতি সহজেই ঘরের মাটিতে সিরিজ খোয়ালো তারা। অন্যদিকে ভারতীয় দলের জার্সি পরার সুযোগ পেয়ে নিজেদের উজাড় করে দিলেন অক্ষর প্যাটেল, পারভেজ রসুলরা। তবে

**অন্যদিকে ভারতীয় দলের জার্সি পরার সুযোগ পেয়ে নিজেদের উজাড় করে দিলেন অক্ষর প্যাটেল, পারভেজ রসুলরা।**

বাংলাদেশ সফরের আবিষ্কার অবশ্যই স্টুয়ার্ড বিনি, মোহিত শর্মা। আইপিএল–এর পর ভারতীয় দলেও নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁরা। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে নজর কাড়ল স্টুয়ার্ড বিনির অনবদ্য বোলিং। ৪.৪ ওভারে মাত্র চার ৪ রানে ৬ উইকেট নিয়ে নতুন নজির গড়ে ফেললেন তিনি। ছাপিয়ে গেলেন কিংবদন্তি ভারতীয় স্পিনার অনিল কুম্বলেকে। ভারতীয়দের মধ্যে এতদিন সেরা বোলিং ছিল অনিল কুম্বলেরই। ১৯৯৩ সালে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে ১৮ রানে ৬ উইকেট নিয়ে নজির গড়েছিলেন তিনি। ২১ বছর পর মিরপুরের মাটিতে সেই নজিরই ভেঙে দিলেন স্টুয়ার্ড। মাত্র ৪ রানে ৬ উইকেট নিয়ে শীর্ষস্থানে চলে গেলেন তিনি।

নজর কাড়লেন মোহিত শর্মা, অক্ষর প্যাটেলের মতো তরুণ বোলাররাও। বেশ কয়েকবছর পর দলে সুযোগ পেয়ে নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন রবীনর উথাপ্পাও। তবে বাংলাদেশ সিরিজে নজর কাড়ল রায়নার অধিনায়কত্ব। বাংলাদেশে তাঁর অধিনায়কত্ব দেখে বেশ উচ্ছ্বসিত ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। অনেকেরই প্রশংসা পেলেন অধিনায়ক রায়না।

# মনের খেয়াল

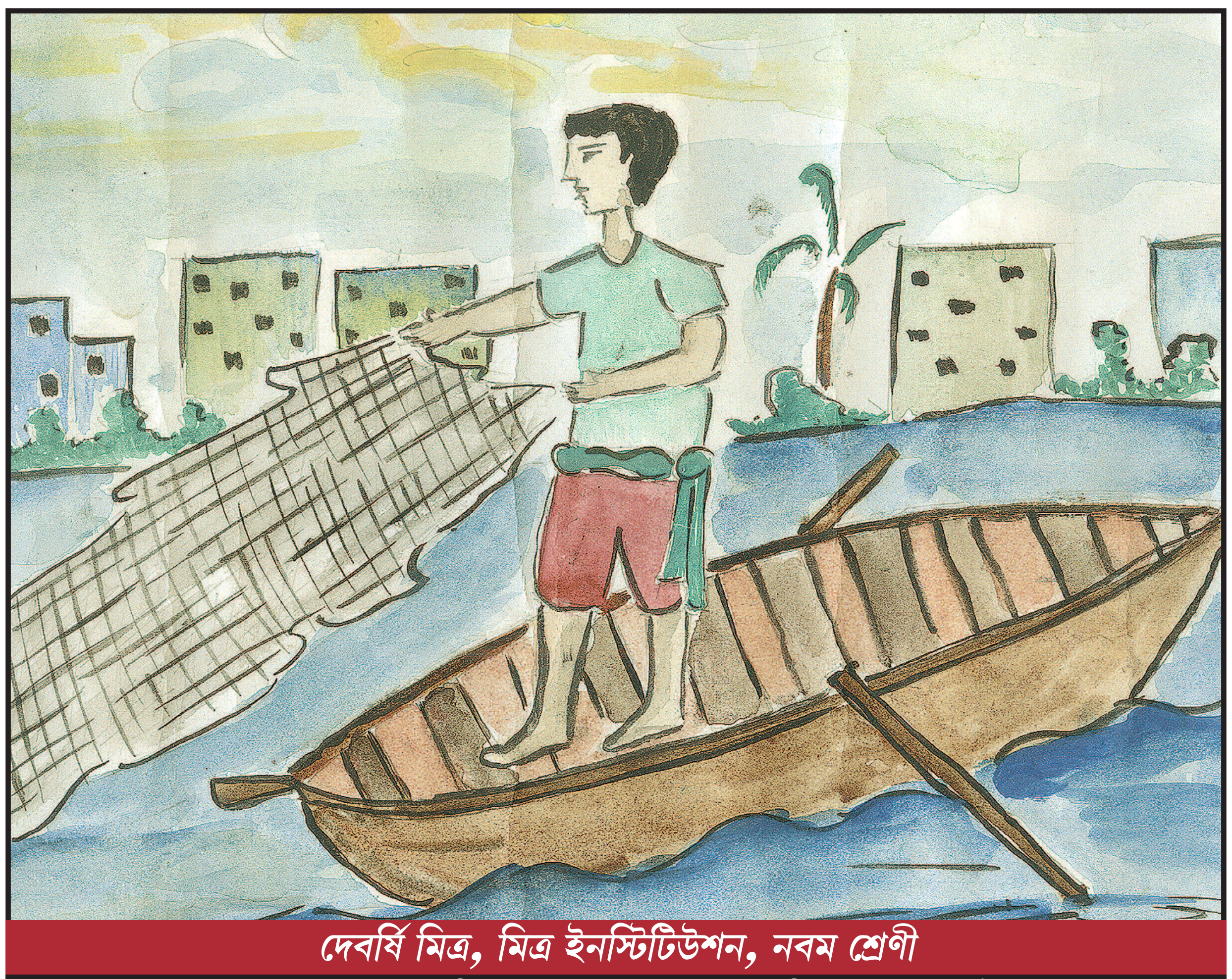

দেবর্ষি মিত্র, মিত্র ইনস্টিটিউশন, নবম শ্রেণী

ক্ষুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই–মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

## ম্যাজিক মোমেন্ট

# সেফটিপিনের ম্যাজিক–১

জাদুকর
অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই খেলাটার জন্য দরকার একটা বড়ো সাইজের সেফটিপিন আর একটা মজবুদ দেশলাই কাঠি (প্লাসটিক কাঠি নয়)।

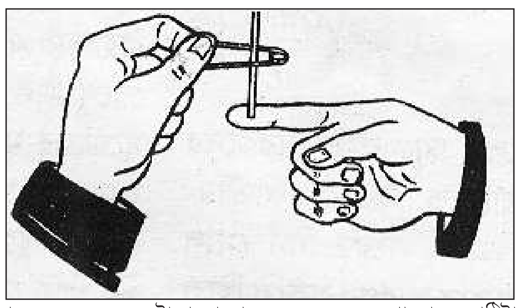

দেশলাই কাঠিটার বারুদওলা মাথাটা ভেঙে ফেলে দাও। এর ফলে কাঠিটার দুই মাথাই এখন একরকম দেখাবে। সেফটিপিনটা খুলে ছুঁচলো মুখটা কাঠিটার ঠিক মাঝখান দিয়ে এফোঁড়–ওফোঁড় করে দাও। অর্থাৎ কাঠিটা সেফটিপিনের উপর গাঁথা হয়ে গেল। সেফটিপিনটা বন্ধ কর। খেলাটা দেখাবার সময়ে সেফটিপিনের মাথাটা বাঁ–হাতের বুড়ো আঙুল ও প্রথম আঙুলে চেপে ধর, এই অবস্থায় বন্ধ সেফটিপিনটা তোমার হাতে খাড়া করে ধরা থাকবে (ছবিতে দেখ)। ডান হাতের প্রথম আঙুলের ডগা কাঠিটার ডানদিকের মাথার তলায় রাখো (আবার ছবি দেখ)। বন্ধুদের বল, যেহেতু দেশলাই কাঠিটা সেফটিপিনের উপরে গাঁথা রয়েছে, তাই সেটা কখনও একপাক ঘুরতে পারবে না। এটাই স্বাভাবিক, কারণ বিজ্ঞান বলে একটা কঠিন বস্তু আর একটা কঠিন বস্তুকে কখনও ভেদ করে যেতে পারে না। তবে যেহেতু তুমি ম্যাজিক জানো তাই সেই অসম্ভব কাজটাই তুমি করে দেখাবে। এই বলে ডান হাতের প্রথম আঙুল দিয়ে কাঠিটার ডানদিকের মাথাটার তলা থেকে উপরের দিকে জোরে টোকা মারো – সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে কাঠিটা বন্ধ সেফটিপিনটাকে ভেদ করে পুরো একপাক ঘুরে যাবে। এইভাবে খেলাটা বেশ কয়েকবার দেখাও, তোমার বন্ধুরা খুবই অবাক হয়ে যাবে। তোমার এই অসম্ভবকে সম্ভব করার ম্যাজিকটা দেখে। শেষে সেফটিপিনটা খুলে কাঠিটা ফেলে দাও, সেফটিপিনটা বন্ধ করে পকেটে রেখে দাও। তারপর হেসে বন্ধুদের বল, এটা হল গিয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করার ম্যাজিক আর আজ যা ম্যাজিক কাল এটাই বিজ্ঞান।

কৌশল: এটা আসলে একটা চোখের ধাঁধা। সেফটিপিনটা এক হাতে ধরে অন্য হাতের একটা আঙুল দিয়ে যখন তুমি সেফটিপিনে গাঁথা দেশলাই কাঠিটার একটা মাথায় জোরে টোকা দিচ্ছ, তখন কাঠিটা সেফটিপিনে বন্ধ বাহুটাতে ধাক্কা খেয়ে আধপাক ঘুরে নিজের জায়গায় ফিরে আসছে। কিন্তু গতির জন্য মনে হবে কাঠিটা সেফটিপিনকে ভেদ করে পুরো একপাক ঘুরে আসছে। এখনই খেলাটা করে দেখ, তুমি অবাক হয়ে যাবে এই চোখের ধাঁধা বা অপটিক্যাল ইলুউশনটা দেখে।

## পাতা থেকে পাখি, এঁকে ফেল তাড়াতাড়ি

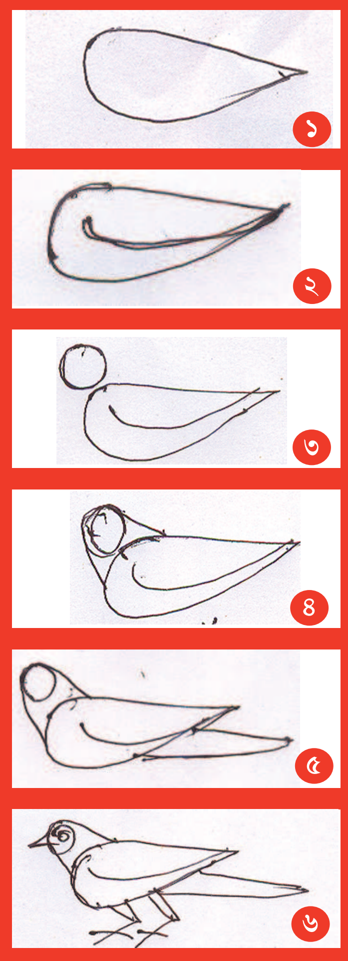


আঁকা শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

Owener: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

**সত্বাধিকারী** ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। **প্রকাশক ও মুদ্রকঃ** সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন – ২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। **সম্পাদক** ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩–২৪৭৯–৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, **সহ সম্পাদক** ঃ কুণাল মালিক।